

শচীন টেন্ডুলকার ফাউন্ডেশনে যোগ দিলেন সারা টেন্ডুলকার



কলকাতা, ৫ ডিসেম্বরঃশচীন টেন্ডুলকারের মেয়ে সারা টেন্ডুলকার পরিচালক হিসেবে যোগ দিয়েছেন শচীন টেন্ডুলকার ফাউন্ডেশনে। সারা সম্প্রতি লন্ডনে ইউসিএল থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। নতুন যাত্রা শুরু করার জন্য বুধবার শচীন তার মেয়েকে আভিল্যন জানিয়েছেন। শচীন বলেছেন, আমি আনন্দিত যে আমার মেয়ে সারা টেন্ডুলকার ডিরেক্টর হিসেবে যোগ দিয়েছে। শচীন টেন্ডুলকার ফাউন্ডেশনে। সারা ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন থেকে ক্লিনিকাল এবং পাবলিক হেলথ নিউ টিশনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছে। খেলাধুলা, স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে ভারতকে শক্তিশালী করার জন্য সারা এই যাত্রা শুরু করছেন।

পঞ্জাবে এএপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছেঃসুধাংশু ত্রিবেদী

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : শিরোমণি অকালি দলের নেতা সুখবীর সিং বাদলের ওপর প্রাণঘাতী হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিজেপি। একইসঙ্গে পঞ্জাবে দগবস্ত মান সরকারের তীব্র সমালোচনাও করেছে বিজেপি। বুধবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী বলেছেন, পঞ্জাবে এএপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে।সুধাংশু আরও বলেছেন, হত্যা মামলা এবং অপরাধীদের মনোবল এখন শীর্ষে। পবিত্র ধর্ম মণ্ডিরে গুলি চালানের ঘটনা বুঝিয়ে দেয় যে, পঞ্জাবের অবস্থা কতটা সচরাচরীয় হয়েছে। এএপি-এর সরকারের সময়, ২০১১-২২ সালে পঞ্জাবে প্রায় ২৬ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছিল যা গত বছর প্রায় ৬০০০ কোটি টাকায় নেমে এসেছে।

মহারাষ্ট্রে পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচিত হওয়ায় ফডনবীসকে শুভেচ্ছা উত্তরাধুণের মুখ্যমন্ত্রী

দেরাদুন, ৫ ডিসেম্বর : দেবেন্দ্র ফডনবিস সর্বসম্মতিক্রমে মহারাষ্ট্র বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচিত হয়েছেন। বিজেপি নেতা বিজয় ধ্রুপানি এই ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণার পর দেবেন্দ্র ফডনবীসকে অভিনন্দন জানিয়েছেন উক্ত রাছওর মুখ্যমন্ত্রী পুঙ্কর সিং ধামি।বলেন, আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশনায় এবং ‘সবকা সাথ, সবকা প্রকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস’ মন্ত্রে মহারাষ্ট্র দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে।

আজ ক্রিকেটার বুমরাহর জন্মদিন

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : ভারতীয় ক্রিকেট দলের অনাত্যর ফাস্ট-মিডিয়াম বোলার জসপ্রীত জসবীর সিং বুমরাহর শুক্রবার (৬ ডিসেম্বর) জন্ম গুজরাতের আহমেদাবাদে। ঘরোয়া ক্রিকেটে গুজরাত ও মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের পক্ষে খেলছেন জসপ্রীত বুমরাহ।তিনি জানুয়ারি, ২০১৬ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ভারতীয় দলের সদস্য মনোনীত হন। আঘাতপ্রাপ্ত ভুবনেশ্বর কুমারের পরিবর্তে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলার জন্য তার সুযোগ আসে। ২০-২০ আন্তর্জাতিক এবং একদিনের আন্তর্জাতিক দুটিতেই তার অধিকে হয় এই সফরে। ২৬ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একদিনের আন্তর্জাতিকে তিনি প্রথম খেলতে নামেন।তিনি এশিয়ার প্রথম বোলার, যিনি দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ায় এক ক্যালেন্ডার বর্ষে এক ইনিংসে ৫টি উইকেট নিয়েছেন। প্রথম খেলতে নেমে টেস্ট ম্যাচে তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারীও হন তিনি।বুমরাহ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সমস্ত ফরম্যাটে ৪০০ উইকেট পূর্ণ করার জন্য শুধুমাত্র ১০তম ভারতীয় বোলার এবং দেশের ষষ্ঠ পেসার হয়েছেন।

ভারতকে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে চলচ্চিত্রের যে বিশ্বব্যাপী নতুন ভাষ্য আইএফএফআই সৃষ্টি করছে, সময় এসেছে তা উদযাপনের

নয়াদিল্লি (পিআইবি),৫ডিসেম্বরঃ ৫৫-তম ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব,যাআইএফএফআই নামে পরিচিত, গত সপ্তাহে ২৮ নভেম্বর তার পরিসমাপ্তি হয়েছে। ভারতের নিজস্ব এই চলচ্চিত্র উৎসব এই বছর পরিপূর্ণ ও অধ্বেষণমূলক ছিল। বিশ্ব জুড়ে থাকা চলচ্চিত্রপ্রেমীরা এই উৎসবে অনেক নতুন উদ্ভাবনী বিষয়ের সন্ধান পেয়েছেন। ভারতের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা শেখর কাপুর এবারের উৎসবের অধিকর্তা ছিলেন। পরিচালন সমিতিতে ছিলেন ববি বেদী, খুশবু সুন্দর, প্রসন্ন যোশী ও জেরেম পিলার্ড-এর মতো প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বরা। আমি নিজেও এই পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলাম। স্কন্ডএই উসবের ফিল্ম বাজার দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম চলচ্চিত্র বাজারে পরিণত হয়েছে। এ বছর ফিল্ম বাজারের অস্টাদস সংস্করণে সাড়ে তিনশোরও বেশি বিভিন্ন ধরনের ফিল্ম প্রজেক্ট, এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফিল্ম বাজারের ভারপ্রাপ্ত দল ‘ ডু কানস্‌’-এর প্রাক্তন বিপন্ন প্রধান জেরেম পিলার্ড-এর নেতৃত্বে নিরলস পিঠন্ন করেছে। জেরেম বর্তমানে ফিল্ম বাজারের উপদেষ্টার দায়িত্বে রয়েছেন। এবারের ফিল্ম বাজারে বহু প্রযোজক অংশগ্রহণ করেছিলেন। কীভাবে একটি চলচ্চিত্র তৈরি করা যায়, তার বাজেট বানানো যায়, এবং সৌটিকে বিশ্বজুড়ে সফলভাবে বিপণন করা যায়, সে বিষয়ে ফিল্ম বাজারে প্রযোজকদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এবারের ফিল্ম বাজার ছিল এ পর্যন্ত সর্ববৃহৎ, এতে ২০০০ প্রতিনিধি সমবেত হয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়া, ভুটান, বেলারুশ, হংকং, জাপান, কির্গিজিস্তান, রাশিয়া, সৌদি আরব, স্পেন, ব্রিটেন সহ বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। প্রতিটি দেশেরই চলচ্চিত্র নির্মাণের নিজস্ব সংস্কৃতি ও বৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। তারা প্রত্যেকেই এই দ্রুত বিকাশিত শিল্পে আত্ম সীমান্ত সহযোগিতার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে। বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণ ফিল্ম বাজারকে এমন এক আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে তুলে ধরেছে, যা কেবল বার্তা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবেই নয়, একই সঙ্গে চলচ্চিত্র শিল্পের বিনিময়ের অনুযায়িক হিসেবেও একে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশ্ব জুড়ে সিনেমার বিকাশ ও সৃষ্টিতির চাবিকাঠি হল এই বিনিময়। চলচ্চিত্র সংক্রান্ত নীতির উন্নয়ন, চলচ্চিত্র সংক্রান্ত উৎসাহ ও সুবিধা এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের অর্থনৈতিক সুবিধা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারীরা যাতে বিশ্ব সিনেমার ভবিষ্য গঠনে অবদান রাখতে

জামিনের দাবি করে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতির ভৎসনার মুখে প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : জামিন পেতে মরিয়া নিরোগ্য দুনীতি মামলায় ধৃত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সুপ্রিম কোর্টে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ে নান করে তার প্রশ্ন, অর্পিতা জামিন পেলে আমি পাব না কেন? প্রশ্নোজনে বাংলা ছাড়তেও রাজি বলে জানানলেন তিনি।পাল্টা রীতিমতো ভর্সনা করলেন বিচারপতি সূর্য কান্ত। তিনি বলেন, আপনি মন্ত্রী ছিলেন, সবাই ননা ফলে আপনার দপ্তরে কী হচ্ছে, তার দায় আপনার উপর বর্তায়। এর পরই বিচারপতি বললেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায় জামিন পেলে তদন্ত কীভাবে প্রণাবিত করতে পারেন, তা আগে খতিয়ে দেখতে হবে।কার্যত ভর্সনা করেন বিচারপতি সূর্যকান্ত।

অমৃতসরের থানায় টায়ার ফেটে বিস্ফোরণ, কেউ হতাহত হননি

অমৃতসর, ৫ ডিসেম্বর : পঞ্জাবের অমৃতসরের মাঠিখা থানার ভিতরে বিস্ফোরণের জেরে আতঙ্ক ছড়াল, তবে কোনও বিস্ফোরণ নয়। টায়ার

পারেন, তা সুনিশ্চিত করাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল। এবারের উৎসবের উদ্বোধনী চলচ্চিত্র ছিল, বিশ্বব্যাপী সর্ববৃহ রিলিজগুলির একটি- বেটার মান। ব্রিটিশ পপ গায়ক রবি উইলিয়ামস-এর জীবন নিয়ে তৈরি এই চলচ্চিত্রের পরিচালক অস্ট্রেলিয়ার মাইকেল গ্রেসি। এটি ২৬ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। সমাপ্তি ছবি ছিল চেক প্রজাতন্ত্রের পরিচালক বোহদান স্লামা-র ‘ সিজন্‌’। উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার সফট নিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য বোহদান ইউরোপীয় চলচ্চিত্র মহলে পরিচিত। সত্যজি রায় জীবনকৃতি সম্মান তুলে দেওয়া হয় চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম দিকপাল ফিলিপ নায়স-র হাতে। স্কন্ডবান কালেক্টর, ডেড কাম, সিলভার, ব্যা বিট-গ্রেফ ফেন্স-এর মতো বহু অসাধারণ সিনেমার জন্য অস্ট্রেলিয় এই চলচ্চিত্র পরিচালক বিশ্বখ্যাত। ফিলিপ নয়েসি নিজে উপস্থিত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করায় উৎসব আয়োজকরা সম্মানিত বোধ করছেন। স্কন্ডআন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র বিভাগ এবার অত্যন্ত প্রাণবন্ত ছিল। ‘ময়ূর’-এর জন্য প্রতিদ্বন্দিতা করেছে ১২টি চলচ্চিত্র। ৫৫-তম চলচ্চিত্র উৎসবের সেরা ছবি হিসেবে স্বর্ণ ময়ূর জিতে নিয়েছে লিথুয়নিয়ার পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার সলে বিলভাইত-এর ছবি ‘ ‘ নিউ ইয়ার দ্যাট নেভার কেম্‌’ ছবির জন্য সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন রোমানিয়ার পরিচালক বোগদান মুরেসানু। ফরাসী ছবি ‘ কার্ড’-তে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন ক্লেমেন্ট ফ্যাভিউ। এই ছবির পরিচালক লুইস করভয়সিয়ার-এর এটিই প্রথম ছবি। এরজন্য তিনি বিশেষ জুরি পুরস্কার পেয়েছেন। ছবিতে অভিনয়ের জন্য যৌথভাবে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন বেস্টা মাতু লাইট এবং লিভা রুপেইকাইটে। ‘ টাচ’-এর জন্য প্রথম পরিচালিত সেরা ছবির পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিন পরিচালক সারা ফেডেল্যান্ড। এবারের উৎসবের মূল ভাবনার দেশ ছিল অস্ট্রেলিয়া। ফিল্ম বাজারে অস্ট্রেলিয় প্রযোজকদের গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। সহ-প্রযোজনা চুক্তি নিয়ে সেখানে আলোচনা হয়। অস্ট্রেলিয়া ২০২৬ সালে সহ-প্রযোজনা চুক্তির সর্বশেষ স্বাক্ষরকারী ছিল। স্কিন অস্ট্রেলিয়ার সহযোগিতায় অস্ট্রেলিয় টিম পূর্ণ শক্তিতে উপস্থিত হয়। দলের নেতৃত্ব ছিলেন দুই অসাধারণ মহিলা- স্কিন অস্ট্রেলিয়ার চিফ অপারেটিং অফিসার গ্রেইন ব্রাদলন এবং সিইও ডেইরডার ব্রেননানা। অস্ট্রেলিয়



তিনি বলেন, যারা প্রেফতার হয়েছেন ও জামিন পেয়েছেন তারা কেউ মন্ত্রী ছিলেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায় শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। আপনার দফতরে কী হচ্ছে, সেটা আপনায় জানার কথা। আর শুধু অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে নয়, একাধিক সংস্থায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের টাকা ছিল বলে তথ্য

প্রতিনিধিরা বিপুল উৎসাহ নিয়ে উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের অনেক প্রযোজকই এসেছিলেন নিজেদের প্রকল্পের প্রচারে। এবার ১৫টি আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ার হয়েছে, আইএফএফআই-এর ইতিহাসে সর্বোচ্চ। বেশ কিছু দেশীয় ছবির প্রিমিয়ারও এবারের উৎসবে হয়। এর মধ্যে মনোজ বাজপেয়ীর ‘ বোমান ইরানী-র ‘ বয়েজ’ প্রভৃতি রয়েছে।আন্তর্জাতিক জুরি দলের নেতৃত্বে ছিলেন ভারতের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা আশুতোষ গোয়ারিকর। জুরি দলের সদস্য হিসেবে ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বরা। ছিলেন অস্কার জয়ী চলচ্চিত্র সম্পাদক জিল বিলকক, যিনি বাজ ল্যুরম্যান-এর স্টিউটিল বলরুম (১৯৯২), রোমিওজুলিয়েট (১৯৯৬), মুলে রোজ (২০০২)-এর মতো ছবি এবং শেখর কাপুরের বেশ কিছু ছবির সম্পাদনা করেছেন। ছিলেন কান চলচ্চিত্র উসবের বিজেতা আর্ন্তি নি চেনা। ছিলেন স্বাধীন চলচ্চিত্রের নতুন কণ্ঠস্বর স্পেনের ফ্রান বর্গিয়া, একাধিক BAFTA পুরস্কারের বিজেতা। ব্রিটেনের চলচ্চিত্র পরিচালক এলিজাবেথ কালসেন প্রমুখ। স্কন্ডএবারের উসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বিভিন্ন মাস্টার ক্লাস। গুল্লি নিয়েছেন বিশ্বখ্যাত ফিলিপ নয়েসি, অস্ট্রেলিয়ার অস্কার বিজয়ী চিত্র প্রাহক, ম্যাতডম্যান্স ফিউরি রোড, দ্য ইংলিশ পেসেন্টস্ট-এর মতো সিনেমার ডিরেক্টর অফ ফটোগ্রাফি জন সিল, অ্যাডজুগেরে সৃষ্টিকর্তা, অ্যানিমেশন ডিরেক্টর ক্রিস কিরশবাউম প্রমুখ। কিংবদন্তী সুরমন্ত্রী এ আর রহমান-ও একটি মাস্টার ক্লাস নিয়েছেন, তিনি এ বছরের লতা মঙ্গেশকর স্মারক বক্তৃতাও দেন। রহমান প্রযোজিত একটি সঙ্গীত ভিত্তিক তথ্যচিত্র ‘ হাল্টিং টু বিট বরিং’-এর এনিম্যা প্রিমিয়ারও এবারের উসবে হয়েছে। বিশ্ব বিনোদ চ্যোপড়া তাঁর ছবি ‘ ফেম’ নিয়ে বলেছেন। অনুপম খের তাঁর মাস্টার ক্লাসে বলেছেন, ‘ শক্তি’ নিয়ে। দশকের পর দশক ধরে সিনেমা ও নাটক করে যাওয়ার অভিজ্ঞতা যার রয়েছে, এ বিষয়ে বলায় জন তাঁর থেকে যোগ্যতার আর কেই বা থাকতে পারে? স্কন্ডঅসাধারণ বেশ কিছু আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল এই উদবে। আমি ‘ সুরক্ষা ও সিনেমা’ শীর্ষক এমন এক আলোচনা সভার সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলাম। ইমতিয়াজ আলি, সুহাসিনী রানী রত্নম, ভূমি পেদেকর, খুশবু সুন্দর-এর মতো বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা এতে যোগ দেন। সিনেমায় যারা কাজ করেন সেইসব মহিলাদের সুরক্ষার

ব্যবস্থা কীভাবে করা যায়, মহিলাদের সিনেমায় ভোগ্যবস্তু হিসেবে দেখানোর প্রণতা এখনকার সিনেমার মহিলাদের ক্ষমতায়ন কীভাবে উঠে আসছে, প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। ববি বেদী-র সঞ্চালনায় আর একটি আকর্ষণীয় আলোচনা সভায় যোগ দিয়েছিলেন বিখ্যাত লেখক ফারুখ চন্ডি, তথ্যচিত্র নির্মাতা লুসি ওয়াকার, স্পেনের প্রযোজক আন্না সাউরা, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন অভিনেত্রী তমিষ্ঠা চ্যাটাজী এবং আমি। আমরা সীমানাবিহীন সিনেমা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। নলেজ সিরিজ মধ্যপ্রদেশের দল পূর্ণ শক্তি নিয়ে এসেছিল। ‘ ২’-এর প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন অভিনেত্রী ব্যানাজী, পরিচালক অমর কৌশিক এবং অস্কার মনোনীত ছবি ‘ লেডিজ’-এর তরুণ কলাকুশলিরা। মধ্যপ্রদেশ সরকারের চলচ্চিত্র নীতি কীভাবে তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের উৎসাহিত করছে, সেই সম্পর্কে জানান তাঁরা। ‘‘IFFI-র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রসার ভারতী তার ওটিটি প্র্যাকশর্ ‘ সূচনা করছেন বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতীয় বিষয়বস্তুকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে প্রসার ভারতী। ফিকি-র সহায়তায় ভিএফএক্স অ্যান্ড টেক প্যাভিলিয়ন এবারের উৎসবের অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় ছিল। প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ছোয়ার চলচ্চিত্র নির্মাণের ভবিষ্য কীভাবে বদলাতে চলেছে, তার এক ঝলক দেখা গেল এই প্যাভিলিয়নে। নেটফ্লিক্স, সনি-র মতো প্রথম সারির সংস্থা এই প্যাভিলিয়নে যোগ দিয়েছিল। স্কন্ডএবারের উসবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষজনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠান, বিভিন্ন সাংবাদিক সম্মেলন ও অধিবেশনে ছিলেন সাইন ল্যান্ডুয়েজ ইন্টারপ্রিটাররা। টুয়েলভথ ফেল-এর মতো মূল ধারার চলচ্চিত্র, দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভারতকে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে চলচ্চিত্রের যে বিশ্বব্যাপী নতুন ভাষ্য IFFI সৃষ্টি করছে, সময় এসেছে তা উদযাপনের। পালেক কাপাডিয়া কান-এ গ্রা প্রি জিতেছেন, ভারত অস্কার সহ বহু সাফল্যের স্বাদ পেয়েছে। ‘‘‘‘এই উৎসব আগামী বছর আরও প্রাণবন্ত ও জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে উঠবে। সারা বিশ্বে ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা ও চলচ্চিত্র শিল্পের সুনাম হড়িয়ে পড়বে, এই আশা রাখা। ডিভা লা সিনেমা।।স্কন্ডবানী প্রিগাটী টিফু একজন অভিনেত্রী ও প্রযোজক। ৫৫-তম ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উসবের পরিচালন সমিতির সদস্য।)

কৃষি বিজ্ঞানীদের অবশ্যই মাটির স্বাস্থ্য, পরিবেশ সংরক্ষণে মনোযোগ দিতে হবেঃরাষ্ট্রপতি



ভুবনেশ্বর, ৫ ডিসেম্বর : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু বৃহস্পতিবার কৃষি বিজ্ঞানীদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহারের মতো চ্যালেঞ্জ থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য বর্তমান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন পরিকল্পনা তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, কৃষি ও কৃষিবিদদের ক্ষমতায়নের জন্য অত্যাধুনিক ড্রোন প্রযুক্তি, রিমোট সেন্সিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।এদিন সকালে ভুবনেশ্বরে ওড়িশা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০-তম সমাবর্তনে ভাষণ দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের জন্য নতুন পরিকল্পনা তৈরি করার সময় কৃষি বিজ্ঞানীদের অবশ্যই মাটির স্বাস্থ্য, পরিবেশ, মৃত্তিকা সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহারের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। তিনি বলেন, ভারত গত কয়েক দশকে কৃষিক্ষেত্রে অসাধারণ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং ভারত অন্যান্য দেশে খাদ্যশস্য ও কৃষি উপদ্রবণ রফতানি করছে। রাষ্ট্রপতি বলেন, শুধুমাত্র কৃষি ও কৃষিবিদদের উন্নতির মাধ্যমেই দেশ ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকাশিত দেশ হওয়ার লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।

ঝাড়খণ্ডে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ, ক্যাবিনেটে অন্তর্ভুক্ত ১১ জন মন্ত্রী



রাঁচি, ৫ ডিসেম্বর :ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বৃহস্পতিবার তাঁর মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ করেছেন। এই পর্বে ১১ জন মন্ত্রিসভে মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরফলে মন্ত্রিসভায় ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোচার ৬, কংগ্রেসের ৪ ও আরজেডি-র একজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হলেন। উল্লেখ্য, গত ২৮ নভেম্বর হেমন্ত সোরেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন। হেমন্ত সোরেন এদিন বলেছেন, সময় যতই এগিয়ে যাচ্ছে, সবকিছুই দ্রুত ঘটছে। সরকার এখন নির্দেশনা পারে এবং আমরা দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাব।জেএমএম বিধায়ক যোগেন্দ্র প্রসাদ, জেএমএম বিধায়ক সুবিদ্য কুমার এবং কংগ্রেস বিধায়ক শিল্পী নেহা টির্কি ঝাড়খণ্ডের জেএমএম-নেতৃস্থানীয় মহাজেট সরকারে মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন। জেএমএম বিধায়ক রামদাস সোরেন, কংগ্রেস বিধায়ক ইরফান আনসারি, জেএমএম বিধায়ক হাফিজুল হাসান এবং কংগ্রেস বিধায়ক দীপিকা পাণ্ডে সিং মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন। এছাড়াও কংগ্রেস বিধায়ক রাধা কৃষ্ণ কিশোর, জেএমএম বিধায়ক দীপক বিরুয়া, জেএমএম বিধায়ক চামরা লিভা এবং আরজেডি বিধায়ক সঞ্জয় প্রসাদ যাদব মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন।

আদানি ইস্যুতে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ বিরোধীদের, গরহাজির তৃণমূল ও সপা

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর :আদানি ঘুষ-কাণ্ডে বৃহস্পতিবারও বিরোধীদের বিক্ষোভ অব্যাহত। বৃহস্পতিবার সকালে সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে সংসদ ভবন চত্বরে আদানি ইস্যুতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিরোধীরা। একইরকম জ্যাকেট পড়ে এক্যোর বার্তা দেন বিরোধীরা। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীও এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে মামিল হন।এদিকে, সংসদ চত্বরে বিরোধীদের বিক্ষোভে বৃহস্পতিবারও দেখা গেল না তৃণমূল কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির কড়িকাঠ। তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ রামগোপাল যাদব বলেছেন, প্রতিবাদে আমরাও আছি। আমরা একসঙ্গে আছি।

ভারত সফরে ভুটানের রাজা ও রানী, সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে



নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : ভারতে এসেছেন ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগেল ওয়াংচুক এবং রানী জেটসুন পমা ওয়াংচুক। আগামী দু’দিন ভারতেই থাকবেন তারা। এ দিন ভারতের মাটিতে পা দিয়েই বিশেষমন্ত্রী এন জ্যাশঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তারা। এ ছাড়া সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মীরা রাজা-রানীকে স্বাগত জানান। এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।এদিন দুপুরে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে পৌঁছান জিগমে খেসার নামগেল ওয়াংচুক এবং তার স্ত্রী জেটসুন পমা ওয়াংচুক। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করছেন তারা। এদিন অতিথিদের নিজ বাসভবন ঘুরে দেখান মোদী। এরপর বৈঠকে বসেন তারা। প্রসঙ্গত, মূলত ভারত এবং ভুটানের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের ভিত্তি আরও মজবুত করতেই এই প্রয়াস।

ভোটে লড়বেন না রাম নিবাস গোয়েল, রাজনীতি থেকে নিলেন সন্ধ্যাস

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের আগে বডসড ধাক্কা খেল আম আদমি পার্টি। বৃহস্পতিবার দিল্লি বিধানসভার স্পিকার রাম নিবাস গোয়েল রাজনীতি থেকে সন্ধ্যাস নেওয়ার কথা জানিয়েছেন। আচমকা কেন এই সিদ্ধান্ত তা জানা যায়নি। গোয়েলের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন কেজরিওয়াল। তিনি বলেছেন, আমি রাম নিবাস গোয়েলকে অনেক সম্মান করি। সে আমার খুব কাছেই মানুষ। আমাদের দলের সঙ্গে থাকবেন, প্রচারণাও করবেন, তবে নির্বাচনে না যাবেন। আমি কয়েকদিন আগে তার চিঠি পেয়েছি, তাঁকে নিজের



মন পরিবর্তন করতে অনুরোধ করেছে। তিনি বলেছিলেন, তাঁর এখন বেশ বয়স হয়েছে এবং তাঁর স্বাস্থ্যও খারাপ হচ্ছে। তাই তিনি দলের সঙ্গে থাকবেন, প্রচারণাও করবেন, তবে নির্বাচনে না যাবেন। আমি কয়েকদিন আগে তার সিদ্ধান্তকে সম্মান করি।

দুর্ঘট্ত বার্তা শিশুে আর কখনও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন নাঃ সঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : একনাথ শিন্ডেকে তীব্র কটাক্ষ করলেন উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত। তিনি দাবি করেছেন, শিন্ডে যুগের অবসান হয়েছে, তা মাত্র দুই বছরের জন্য ছিল। একনাথ শিন্ডে আর কখনও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, শিন্ডের ব্যবহার এখন শেষ, তাঁকে একপাশে ফেলে দেওয়া হয়েছে। শিন্ডে আর কখনও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হবেন না। এমনকি তাঁরা শিন্ডের বিরুদ্ধে ভাঙতে পারে, রাজনীতিতে এটা সবসময়ই বিজেপির উদ্দেশ্য।সঞ্জয় রাউত আরও বলেছেন, এখন মুখ্যমন্ত্রী হলেও সেনেন্দ্র ফডনবিস। তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাঁরা ১৫ দিনের জন্য সরকার গঠন করতে পারেনি - এর অর্থ হল তাদের দল অথবা মহাযুতির

আবহাওয়া চলতি সপ্তাহের শেষেই পারদ-পতনের ইঙ্গিত দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সপ্তাহান্তেই জমিয়ে শীতের আমেজ ফিরতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। আপাতত তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি পশ্চি নামতে পারে পারদ। বৃহস্পতিবারই কলকাতায় কমেছে তাপমাত্রা, এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। পরবর্তী তিন দিনে আরও নামতে পারে পারদ। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আপাতত শুষ্কই থাকবে আবহাওয়া। সপ্তাহভর পরিস্কার থাকবে আকাশ। বেশ বেলোতেই সকালের দিকে কাম-বিসি হালকা কুয়াশা দেখা যাবে। আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।জোয়ার-সকাল ৭ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫৩ মিনিট। জামি-সকাল ৭ টা ৫৪মিনিট এবং রাত ২ টা ৫২মিনিট। সূর্যোদয় সকাল ৬টা ০৩ মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৪৯মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জকা

১৯ অগ্রহায়ন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার, ইংরেজীঃ ৫ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৬৮ ঠৈতনাদ, কলিঃ ৫১২৫১, সৌরঃ২০ অগ্রহায়ন, চান্দ্রঃ ৪ নারায়ণ মাস, ১৯৪৬ পক্ষাব্দ ২০৮১ বিক্রম শাস্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ২০ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৪ অগ্রহায়ন ১৯৪৬, মৈতৈঃঃ পৌনঃ, আসামঃ১৯ অঘোন, মুসলিমঃ৩-জামাদিউ স-সানি - ১৯৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬৩০ঃ৫১ ১৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৪৫৪ঃ৫৪।অস্ত উদয়ঃসকাল ০৯১৩ঃ৫১৮(৫) এবং অস্তঃরাত্রি ০৮৫৩ঃ৫১৮(৫)।শুক্র পক্ষ চিত্তিরীঃচতুর্থী (রিত্তা) সকাল ঘ ১১ঃ৫৬ঃ২৬ দং ১৪ঃ৭৬ঃ৭৭. পূর্ণ চন্দ্রক্ষত্রঃ উত্তরাষাঢ়া সন্ধ্যা ঘ ০৫ঃ১৭ঃ৫০ দং ১৬ঃ০২ঃ৫ পর্যন্ত পরে শ্রবণঃকর্করাঃবষ্টি সকাল ঘ ১১ঃ৫৬ঃ২২ দং ১৪ঃ৭৬ঃ৭৫ পর্যন্ত পরে বব রাত্রিঃ ১১ঃ২৪ঃ৪০ দং ৪৩ঃ৮২ঃ০ পর্যন্ত পরে বালবযোগঃবৃদ্ধি সকাল ঘ ১৩ঃ ০৬ঃ৪২ দং ১৭ঃ২৫ঃ৫৫ পর্যন্ত পরে ধ্রুবম্রমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ০৫ঃ২০ থেকে - ০৭ঃ৩১ঃ৫০ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ১৪ঃ২৬ থেকে - ০২ঃ৪০ঃ১২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪২ঃ০১ থেকে - ০৯ঃ১৪ঃ২৬ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ ৫৬ঃ৪০ থেকে - ০৩ঃ২৬ঃ০৬ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৯ঃ০৭ থেকে - ০৬ঃ০৫ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ০৯ঃ৩৯ঃ৫০ থেকে - ১০ঃ২২ঃ ৪৬ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০৮ঃ২১ঃ ১৮ থেকে - ০৯ঃ১৪ঃ২৬ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০২ঃ০৮ঃ০১ থেকে - ০৩ঃ২৮ঃ২৮ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৩ঃ২৮ঃ২৮ থেকে - ০৪ঃ৪৮ঃ৫৫ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ১১ঃ২৭ঃ০৭ থেকে - ০১ঃ০৬ঃ৪০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীনাঃ রবিঃ ৭১৯৪২৬ (১৮) ১ পদমন্ড্রঃ ৯১৬২২২০ (২২) ২ পদমন্ডলঃ ৩৩৩৬ঃ৪৪ (৮) ৩ পদবৃক্ষঃ ৭১৩৮১১০ (১৭) ৩ পদবৃহপতিঃ ১২৩২ঃ৩৫ঃ (৫) ১ পদসুক্রঃ ৪৪৪০ঃ২ (২১) ৩ পদশনিঃ ১০১৫ঃ৯৪৮ (২৪) ৩ পদরাহুঃ ১১১০ঃ৭৪০ (২৬) ৩ পদকেতুঃ ৫১০৫ঃ৭৪০ (১৬) ১ পদবৃধ বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃবৃশ্চিক রাশি সকাল ০৬ঃ৫৫ঃ২০৬ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ০৯ঃ০০ঃ২৬ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১০ঃ৪৭ঃ১৬ পর্যন্ত। কুর্ভ রাশি সকাল ১২ঃ২০ঃ ৪০ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০১ঃ৫১ঃ ৪৩ পর্যন্ত। মেঘ রাশি দুপুর ০৩ঃ৩২ঃ ১৮ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ০৫ঃ ০৫ঃ০৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৭ঃ৪৪ঃ০১ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ০৯ঃ৫৯ঃ৪৩ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্রি ১২ঃ১১ঃ০৬ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ১১ঃ৫০ পর্যন্ত। বৃশা রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৩৫ঃ২৪ পর্যন্ত।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ০৬ সংখ্যা, শুক্রবার ২০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক

১৯৩৯ সাল। ‘তাসের দেশ’ পুনরাভিনয়ের প্রস্তুতি চলছে। রবীন্দ্রনাথ তখন ‘কোনার্ক’ বাড়িতে থাকেন। সারা দুপুর কয়েকটি গানে সুর দিয়ে, ভৃত্যকে পাঠালেন তাঁর এক ছাত্রের কাছে। ছাত্রটি তখন ছাত্রছাত্রীদের গান শেখাচ্ছিল ক্লাসে। ভৃত্যটিকে দিয়ে সে ওপরেবসে বসে পাঠাল। ছাত্রটির যেতে প্রায় আধ ঘণ্টা দেরি হয়। গিয়ে সে দেখে, যে ঘরে বসে লিখতেন, সেখানেই লেখার টেবিলের উপরে গানের খাতা খুলে রেখে চুপ করে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ। মুখ গম্ভীর। কিছুই বলছেন না, তাকাতছেনও না ছাত্রটির দিকে। কিছুক্ষণ পর গানের খাতাটি দিয়ে কবি তাঁকে পাশের মোড়টিতে বসতে বললেন। বিরক্ত যে তিনি হয়েছেন সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কারণ জিজ্ঞেস করতেও ছেলেরটির সাহস হচ্ছে না। মোড়ায় বসে সে গুরুদেবের কাছ থেকে একটি কলম ও কয়েকটি কাগজ চেয়ে নিয়ে যখন নতুন গান কটি কপি করে নিচ্ছে, তখন কবি গম্ভীর কণ্ঠে অনুযোগ জানালেন, সারা দুপুর নতুন সুর দেওয়া গানগুলি মনে রাখার জন্য গণ্যে গেয়ে ক্লাস্ত তিনি। ছেলেটিকে খবর দেওয়া সত্ত্বেও সে এল দেরি করে। ক্লাস থাকলেও কেন সে তা বন্ধ করে আসেনি; তাই গুরুদেবের রাগ হলেও ছাত্রটির প্রতি। ছাত্রটি গুরুদেবের কাছে সব কটি গান শিখে নিয়ে গাইতে শুরু করল। তখন রবীন্দ্রনাথ খুব খুশি। ভৃত্যকে ডেকে ছাত্রটিকে ভাল করে খািয়ে দিতে বললেন। খেতে খেতে নানা কথা হল দু’জনের মধ্যে। দিল্লেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমা করের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ হাতে লেখা যাবতীয় নতুন গানের কপি য়ার হাতে প্রথমে ধরিয়ে দিতেন, এ ছাত্রটিই সেই শান্তিদেব ঘোষ। জন্মের পর বাবা কালীমোহন ছেলের নাম রেখেছিলেন শান্তিময়। কালীমোহনের সঙ্গে তখন শান্তিনিকেতনের বেশ আত্মিক সম্পর্ক। জানা যায় শান্তিনিকেতনের পরিবেশই এমন নাম রাখার কারণ। ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি নিজের হাতে লেখা নৃত্য-গীত-আবৃত্তির একটি অনুষ্ঠানের কর্মসূচিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিদেব নামকরণ করেন। কবি বলেছিলেন এটিই ভাল, এটিই থাকুক। তার পর থেকে শান্তিময় নামটি ধীরে ধীরে মুছে গিয়ে শান্তিদেব হয়ে যায়। ম্যাট্রিকুলেশনের গণ্ডি পার না হলেও প্রবল ইচ্ছে শক্তির জেলে শান্তিদেব ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র, নৃত্যশাস্ত্র ও সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শী হওয়ার পাশাপাশি নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত, মালয়লম ও ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। নির্ভরযোগ্য স্বরলিপিকার, সঙ্গীত-শিক্ষক ও অসামান্য গায়ক শান্তিদেব সুরকার হিসেবেও দক্ষ ছিলেন। নৃত্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কখনও কথাকালির সঙ্গে মগ্নিপুরি, কখনও বা ডাঙিয়া বা জারি নাচ একত্রিত করেছিলেন তিনি। শান্তিদেব ঘোষের প্রথম রেকর্ডিং হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল পার্টির হয়ে ‘জনগণমন’ ও ‘যদি তোরা ভাল গুনে’। পরে সেনোলিয়া বোবা মজুমদারের সঙ্গে ‘আমার প্রাণের মানুষ’ ও ‘বাকি আমি রাখব না’। রবীন্দ্রপ্রয়াণের পরে এইচ এম ভি থেকে রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ড করেন

কলা ভবনের অধ্যক্ষ

শিলাচ্যর্ষ নন্দলাল বসুর সাথে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় ১৯০৯ সালের দিকে। মাধ্যম ছিলেন নন্দলালের শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কালক্রমে এই দুই ঠাকুরের অন্যতম প্রিয়পাত্র ও প্রেরণার উৎস হয়ে পড়লেন নন্দলাল। অবনীন্দ্রের ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি ও রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, এই দুই স্থানেই নন্দলালের বিশেষ ছিল না বলা যায়। ১৯০৫ সালের ১৫ আগস্ট অবনীন্দ্রনাথ সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন। তখনই বিহারের মুঙ্গের জেলার ঝড়গপুরের নিসর্গের এই জাতশিল্পী অবনীন্দ্রের সাহচর্যে আসেন। নন্দলালের বয়স ছিল তেরশ বছর। অবনীন্দ্রের ভাবশিষ্য হিসেবে শিল্পী জীবন শুরু করলেও ক্রমশ আত্মস্থ করে নেন নিজস্ব শিল্পভাষা। এরপর চিত্রী নন্দলাল ও কবি রবীন্দ্রনাথ প্রথম পরপরের সাথে পরিচিত হন জোড়াসাঁকো’তে। নন্দপের বয়স তখন সাতাশ, রবির আটচল্লিশ। গড়ে ওঠে আনু্যুপাসক ও অনীন্দ্র স্নেতৃ বন্ধনটি গড়ে দিলেও নন্দপের বিদ্যেভিত্তি তিনি প্রায় কালর থাকতেন। শান্তিনিকেতন হতে যখন রবি কাকা অনুরোধ পাঠালেন নন্দলালের জন্য, অবনীন্দ্র বলেছিলেন, ‘ তুমি যখন ডেকেছো তখন ও (নন্দ) নিশ্চয় যাবে, কিন্তু আমার বলতি হবে।’ আবার শান্তিনিকেতন হতে নন্দলাল কলকাতায় তাঁর গুরুর কাছে যখন ফিরে এলেন অবনীন্দ্র বললেন, ‘ তোমাকে ফিরে পেয়ে কেমন মনে হচ্ছে জান ? যেন এক বোতল ব্রাণ্ডি খেয়ে মনটা চাঙ্গা হল।’ কিন্তু ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও নন্দলাল গুরুর মন চাঙ্গা রাখতে পারলেন না। কলকাতার হট্টগালের চেয়ে শান্তিনিকেতনই তাঁর কাছে বেশী আপন মনে হলো। ১৯২০ সাল হতে পাকাপাকিভাবে ‘মাস্টার-মশাই’ হয়ে শান্তিনিকেতনে থিতু হলেন। ইতিহাস সাক্ষী দেয়, নন্দলালের অন্তরে রবীন্দ্রনাথ যতটুকু ছাপ ফেলেছিলেন, ঠিক সম পরিমাণ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন নন্দলাল কবিগুরুর হৃদয়ে। ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে নন্দলালের আনুষ্ঠানিক পদার্পণ হয় শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনে তাঁকে ১৯১৪ সালের ১ মে (১২ বৈশাখ) বিশেষ ভাবে সর্ববর্না জ্ঞাপন করলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সেই সভায় কবিগুরু নন্দলাল কে উৎসর্গ করে নিজের লেখা কবিতা পাঠ করলেন। কবিতাটির অংশ ছিল, ‘ শ্রীমান নন্দলাল বসু পরম কল্যাণীয়েষু, তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে ভারত-ভারতী-চিন্ত। বঙ্গলক্ষ্মী ভাঙুরে সে যে যোগায় নুতন বিস্ত। তোমার তুলিকা কবির হৃদয় নন্দিত করে, নন্দ! তাই ত কবির লেখনী তোমায় পরায় আপন হৃদয়।’ এমন অভিনন্দনের পর নন্দলাল দারুণ অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি জানান, ‘এই অভিনন্দনের পরে আমার একটা অভূত অব্যবৃতির ঘটনা হলো। গুরুদেব আমাকে বরণ করে নিলেন অর্ঘ্য দিয়ে, আশীর্বাদ করলেন কবিতা পড়ে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



জীবনকে সত্যের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সং সং্ঘে বাসবাস করতে হবে। যিনি সংভাবে জীবন যাপন করেন তিনি সবার প্রিয় হন।

রামকৃষ্ণ-কথামৃত



সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ভারতীয় শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি অন্য শিক্ষা গ্রহণ কর ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া চলেবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ

তিনি কারোর কাছে মাথা নত করেন না। তিনি শক্তি অর্জন করেন। প্রাণে শক্তি এসে উপস্থিত হয়। সত্যের মধ্যে শক্তি রয়েছে। সেই শক্তি যখন প্রাণে আশ্রয় গ্রহণ করে তখন মানুষ শক্তিমান রূপে প্রকাশ লাভ করে। সত্যের সঙ্গে থাকতে পাশ্বে সবর্দাই শক্তি লাভ করা সম্ভব হবে। হিংসা মাঝে কলিকের রয়েছে জীবাংসা। মানুষকে জন্তুতে পরিণত করে। হিংস্ শাপদে পরিণত করে। মানুষ সমাজ তাকে ভয় পায়। ভালোবাসা না।

রামকৃষ্ণ-কথামৃত

করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। মা ভবতারণীর কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করবে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব।

‘বাঁশ বাগানের মাথার ওপরে চাঁদ উঠেছে ওই’

বিশেষ প্রতিবেদক

স্মৃতিবিজড়িত বাগচী বাড়ি এখনও বিস্মৃতির অঙ্গকারেই। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত যমশেরপুর ভূপেন্দ্র নারায়ণ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। সেখানে আশির দশকে ছাত্র ছিলাম। এই পরিবারের দু’তিন জন আমার সহপাঠী হওয়ার সুবাদে মাঝেমাঝেই প্রাসাদোপম জমিদার বাগচী বাড়ি ঘুরতে যেতাম। কবির জন্মভিটে, নাটমন্দির, আন্তাবল, হাতিশালা, সিংহসয়ার, নাচমহল, কবির হাতির (কালীর) সমাধি, আমবাগান, পদ্মপুকুর, চন্দনাদিধি, নতুন বাড়ি, পুরাতন বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখতাম। আর মনের মধ্যে গুণগুণ করে গাইতাম; ‘‘বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই; মাগো, আমার শোলক-বলা কাজলা দিদি কই?’’ কখনও কখনও মনের অজান্তেই বলে উঠতাম; ওই যে গাঁটি যাচ্ছে দেখা ‘আহিরি’ খেতের আড়ে...।

কবির অমর সৃষ্টি কবিতা ‘কাজলা দিদি’ (দিদিহারী) যা পরে সুষীল দাশগুপ্তের সূরে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে একটি অতি জনপ্রিয় গান হয়ে বাঙালির মনের মণিকোঠায় চির উজ্জ্বল হয়ে রয়ে গিয়েছে। তাঁর আরও দুটি গান এক সময়ে খুবই খ্যাতি লাভ করেছিল। শচীন দেব বর্মনের কণ্ঠে; ‘ঝুলন ঝুলিছে শ্যামারজি’ আর ‘বাইবো না আর উজান ঘরে’। তবে ‘কাজলাদিদি’ এবং ‘জন্মভূমি’ কবিতা দু’টি কবিকে বাঙালির হৃদয়ে চিরতাস্বর করে রেখেছে। ক্যালেন্ডারের অনেক অনেক পিছনের পাতা উল্টিয়ে সেই ইংরেজি ১৬২৪ -১৭১১ সালে সুস্থিধর বাগচী অবিতভ নদিয়ার যমশেরপুর গ্রামে কচা ঘরের পরিবর্তন ঘটিয়ে যে পাকা গৃহের পত্তন করেন সেই বাড়ি টিই ‘পুরাতন বাগচী বাড়ি’ বলে পরিচিতি লাভ করেছিল। কালক্রমে এই বাড়ি টিই রাজ প্রাসাদের আকার ধারণ করে। সুস্থিধরের পরবর্তী বংশধর রামানুসিংহ বাগচী (বাংলা ১১৬৮- ১২৩২), ইনিই যমশেরপুরের আধুনিক বর্ধশালি বাগচী বংশের আদি পুরুষ বলে পরিচিত। এর পরবর্তীতে বাংলার ১২৪৪ সালে হরিমোহন বাগচী পুরাতন বাগচী বাড়ির অন্যতমদুরে পত্তন করেন আর এক সুবিশাল রাজপ্রাসাদ, যেটিকে নতুন বাড়ি বলা হয়। এই উচাবিস্তসম্পন্ন জমিদার বাগচী পরব্রাণে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী ২৭ নভেম্বর ১৮৭৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরিমোহন বাগচী, মাতা গিরিশমোহিনী দেবী।



দুই কৃষ্ণনারায়ণের স্ত্রী ভবসুন্দরী দেবীর নামে স্কুল সংলগ্ন ‘ভবসুন্দরী হিন্দু হোস্টেল’ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বাগচী পরিবার যমশেরপুর গ্রামকে আশ্রয়পাল্লিতে উন্নীত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেছ। এই উদ্দেশ্যে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, হরিমোহন দাতব্য চিকিৎসালয়, বড় ডাকঘর, ইট-বিছানো সদর রাস্তা, একাধিক পুকুর, পানীয় জলের জন্য বড় বড় কূয়ো, শিশুদের খেলাধুলো করার জন্য গ্রামের মধ্যে হিতসাধনী মঠ ইত্যাদি স্থাপন করেন। বিগত ১৮৩২/৩৩ প্রদ্যস্ত থেকে এই বাগচী পরিবারের পুরাতন বাড়িতে দুর্গাপূজার প্রচলন করে সমগ্র গ্রামসংস্করে এক আনন্দ- উচ্ছল, কোলাহলমূখর করে তুলেছিলেন। এখনও দুর্গাপূজা হয়। তবে সে প্রাণ আর নেই। কিন্তু হয়। কালের রকাল গ্রাসে এই স্বর্ণপূরী বাগচী বাড়ি আজ শুধুই কঙ্কালসর্বশ্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কবির বংশের উত্তরাধিকারারা দেশ-বিদেশে ছড়িয়েছিটিয়ে আছেন। জীলুস হারিয়ে বড় অবহেলায় পড়ে আছে কবির জন্মভিটে। এখন পড়ে আছে

হা-হুতশ করেন। তাঁরা আর কী-ই বা করবেন?

বাংলা বা বাঙালি কবি যতীন্দ্রমোহনকে কতটা মনে রেখেছে; এ প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলা যায়, নদিয়া জেলার বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী যমশেরপুর গ্রামের কবিকে নিয়ে বৃহত্তর এলাকার মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং পরিব্র শ্লাঘা। তাঁর এই সারস্বত সাধনার আহ্বানে যমশেরপুর গ্রামের মাটিকে এক দিন বন্ধ করেছিলেন বিম্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যেহী কবিনজরুল ইসলাম। ১৯৭৮ সালে কবির জন্মশতবর্ষ পালিত হয় কবির জন্মভিটায়। তিন দিনের অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল কবি সুদীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথনাথ ঘোষ, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সংবাদ ভাষ্যকার দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নাত্যকার বিভাস চক্রবর্তী প্রমুখ রক্ষত্রের উপস্থিতিতে।

এই অঞ্চলের মানুষের অন্যতম কাব্যিক অভিজ্ঞান হলেন যতীন্দ্রমোহন। এই অঞ্চলের মানুষ যতীন্দ্রমোহনের কাব্যমালঞ্চের অপরাজিতা নাগকেশরের পরাগ।

সঙ্গীত জগতে সন্ধ্যা-হেমন্ত এবং সন্ধ্যা-মান্না দে জুটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল উত্তম সুচিত্রার উপস্থিতিতে

বিশেষ প্রতিবেদক

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে বাংলার সেরা সঙ্গীত শিল্পী। তিনি বছরার মুম্বই যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যে কেন মুম্বই যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি সেটা তিনিই একমাত্র বলতে পারতেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যাকে তিনি দাদার মতো শ্রদ্ধা করতেন। হেমন্তদাকে দাদা বলতে তিনি অজ্ঞান ছিলেন। বাংলার চলচ্চিত্রে স্বর্ণ যুগে উত্তম- সুচিত্রা যেমন জনপ্রিয় হয়েছিল ঠিক সেই রকম সন্ধ্যা মান্না দে এবং হেমন্ত সন্ধ্যা জুটিও সঙ্গীত জগতকে উজ্জ্বল করেছিল। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যাকে কোকিল কণ্ঠী শিল্পী বলা হতো। লতা মঙ্গেশকর বাংলা সঙ্গীত জগতে প্রবেশ করে সন্ধ্যার বহু স্থানকে দখল করে নিলেও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় কোনও দিন লতার এপরে বিতরাগ হননি। তিনি সব সময়ে হাসি মুখে লতাকে গ্রহণ করেছেন। জলসায় লতার সঙ্গে দেখা হলে কথা মেতে উঠেছেন। মুম্বইতে গেলে তিনি লতার সঙ্গে একবার দেখা অভ্যস্ত করতেন। লতা সন্ধ্যা জুটিতে সঙ্গীত করা ইচ্ছা বহু পরিলাল করে ছিল। কেন সেটা সফল হল না তা বলা জানা যায় না।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে একজন ভার্জোপাধ্যায়। তবে, ওর আর একটা বড়ো পরিচয় হল, সন্ধ্যা একজন সুন্দর চরিত্রের মেয়ে। জীবন-সারাহেই বাংলাদেশ সরকার গীত-শ্রীর সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছিলেন সর্বশ্রী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। মুখ জগতের এক চিরন্তন সত্য। বাঙালীর কবি ‘মহাগায়িকা’ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সুরলোকের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন নবতিপর হয়েই। এই বয়সে ওঁর চলে যাওয়াটা স্বাভাবিক হলেও তাঁর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ‘বাংলার স্বর্ণযুগ’ বিদায় নিল সম্পূর্ণরূপে একথা স্বীকার করতেই হবে। আর এই শূন্যতা আর পূর্ণ

তুলনা তো আজ আর মেলে না, তাই এখানে আমাদেরও অনেক কিছু শেখার অবকাশ রয়েছে। পর্দার ও নেপথ্যের নায়ক ‘উত্তম-হেমন্ত’ জুটির সম্পর্কে গীতশ্রীর একটি মন্তব্য দিয়েই শুরু করা যাক তবে। ‘সাধারণত বাংলা ছবির নায়ক-নায়িকার চূড়ান্ত মিল হয় একেবারে শেষভাগে। তার আগের প্রণয়-পর্বের অনেকটাই



বলা হয় গানের মাধ্যমে। ফলে জরুরি ও অবশিষ্টেই হয় সেই গান। ফলে উত্তমকুমারের ‘মহানায়ক’ হয়ে ওঠার পেছনে গান এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উত্তমকুমার অভিনীত কচা ছবি আছে যাতে ওঁর (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়) গান নেই? এই জায়গাটাতেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় খুব একটা বড়ো ভূমিকা হয়তো তাঁর অজান্তেই পালন করে গেছেন, যা ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য যোগ করেছে উত্তমকুমারের কেরিয়ারের ক্ষেত্রে। দূরবর্তী খ্যাতি প্রফেশনাল অ্যাটিচুড আপাতা অপ্রত্যক্ষ থেকেও প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত ও সাহায্য করেছে এমন দুজনকেই। গীত শ্রীর এদন অক পট স্বীকারোক্তি আমাদের শ্রদ্ধাবনত করে; আমাদের স্বীকার করতে না-চাওয়া কথা উনি মুক্তি দিয়ে পরিকার করে দিয়েছেন সকলের

মেখে এখনও কবির মহাভারতী পাঞ্চজন্মো শঙ্খধ্বনির জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকেন, থাকবেন। তাই যতীন্দ্রমোহন বাগচীর অনুযসে বিশ্বকবির গান যেন বৃকের মধ্যে বাজে; ‘‘তোমায় নতুন করে পাবো বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ, ও মোর ভালবাসার ধন’’।

১৯৪৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি কবি ইহলোক ত্যাগ করেন। রবীন্দ্র অনুরাগী নদিয়ার সুসন্তান পল্লীকবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহ্য পূর্ণ বাগচীবাড়ির সলিল সমাধি এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। কবির জন্মভিটকে ‘হেরিটেজ বিল্ডিং’ ঘোষণা করে সংরক্ষণ করা আশু প্রয়োজন। না হলে ভাবীকাল আমাদের ক্ষমা করবে না।

করিমপুরে বসেছিল এই কবির বাড়িটি দেখতে পাওয়া যায়। কবি এত বিশাল বাড়ি দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়। কবি যতীন্দ্রনাথ ছিলেন শক্তিশালী বাঙালি কবি। তিনি যেসব কবিতা রনচা করে গিয়েছে তা আজও বাংলা সাহিত্য জগতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তাঁর বহু কবিতাকে সুর দিয়ে সঙ্গীতে প্রকাশ করা হয়েছে। কবিদের কবিতায় সুর থাকে। সেই সুরকে সবার ঠিকছে পৌছে দেওয়াই হল সুরকারের প্রধান কর্তব্য। কবি নজরুলের বহু কবিতা গান হয়ে গিয়েছে। সেই সব গান আবার জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। শুধু কি নজরুলের কবিতা, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাও গান হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কবি সুকান্ত কবিতাকে গান করে গিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তিনি আবার কবি সুকান্তের বন্ধু ছিলেন। কবিতার মধ্যে যে সুর লুকিয়ে রয়েছে তাকে প্রকাশ করাই হচ্ছে কৃতিত্ব। বাংলা ভাষায় রচিত প্রতিটি কবিতার মধ্যে সুর রয়েছে। মাইকেলের কবিতার মধ্যে সুর রয়েছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা কবিতা হলেও তার মধ্যে সুর থাকে। কধার মধ্যে সুর রয়েছে। তাকে সঙ্গীত আকারে প্রকাশ করা যায়। বহু কবির গান সঙ্গীত হয়েছে। আবার বহু কবি নিজের কবিতাকে সঙ্গীত আকারে প্রকাশ করতে নিজেরই সুর দিয়েছেন। যতীন্দ্রনাথ বাগচীর কবিতার মধ্যে যে সুর রয়েছে তা বাংলার নিজস্ব সুর। গ্রামীন সুরের ছন্দ শোনা যায়। বাংলার ভাষার হৃদয় থেকে সেই সব ছন্দের প্রকাশ বলা যেতে পারে। অজকে যতীন্দ্রনাথ বাগচী বাঙালিদের হারিয়ে যাওয়া কবি। বহু বাঙালিরা তাঁর নাম ভুলে গিয়েছে। তাঁর বিশাল অট্টালিকা সবাই দেখতে যায় বটে। কিন্তু তাকে সংস্কার করা ব্যাপারে সরকারের কাছে কোনও প্রস্তাব পাঠায় না। সংস্কার প্রস্তাব পাঠানো দরকার।

লেখকদের পকেট থেকে লেখা উদ্ধারের প্রকাশ

বিশেষ প্রতিবেদক

শ্রী তারিণীচরণ রায়। আদি নিবাস টুঁচুড়া। প্রথম বাঙালি প্রাইভেট ডিটেকটিভ।বাঙালি পাঠকের সঙ্গে তারিণীচরণের প্রথম পরিচয় ম্যাসন সিরিজের প্রথম উ পন্যাস ‘সূর্যতামসী’-র সপ্তম পরিচ্ছেদে। ১৩ ডিসেম্বর, ১৮৯২-এর কনকনে শীত কুয়াশার মাঝে চিনেপাড়ায় ভয়াবহ খুনের সাক্ষী গণপতি চক্রবর্তী যখন পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেল, তখন প্রায় শেষ রাত। সাত পাঁচ ভেবে গণপতি আর দর্জিপাড়ার দিকে গেল না। বাকি রাত ক্লাইভ স্টিটে তারিণীর অফিসেই কাটিয়ে দেবে। তারিণী নতুন অফিস খুলেছে। ডিটেকটিভ বিধবা মা ছাড়া কেউ নেই। ইচ্ছে হলে এক-দুই দিন টুঁচুড়ায় দেশের বাড়িতে গিয়ে থুকে আসে। এই অধ্যায়েই তারিণী সম্পর্কে বিধবা মা ছাড়া কিছু টুঁচুড়ায় আরও কিছু খবর জানা যায়।কুঁচুড়া থেকে কলকাতায় এসে তারিণী প্রথমে নানারকম কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিছুদিন রাধাবাজারে এক দোকানে বাত্না লেখার কাজ করে। সেখানে খড় মাইনে দিত। খাটনিও বেশি। বুদ্ধিমান তারিণী নতুন চাকরি পেয়ে গেল। চাঁদপাল ঘাটে এক গুদামে মালের হিসেব রাখার কাজ। বেশ কিছু বছর আগে চন্দ্রনাথ পাল নামে একজন মুদির দোকানদার ছিলেন। যেসব ব্যবসায়ী আর দোকানদারেরা এখানে নৌকা থেকে নামতেন, তাঁরা ওই দোকান থেকে জিনিস কিনতেন। তাঁর নামেই এই ঘাটের নাম হয় চাঁদপাল ঘাট। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পদস্থ কর্মচারীরা এই ঘাটেই নামলে তাঁদের সম্মানে তোপধ্বনি করা হত কেল্লা থেকে। পরে লটারি কমিটি গঙ্গার ধারবাবর পাকা রাস্তা বানিয়ে নাম দেয় স্ট্র্যান্ড ব্যাংক। এখন অংশ সবাই একে স্ট্র্যান্ড রোডই বলে। একপাশে সারি সারি গুদাম। সেখানেই একদিন ড্রিসকল সাহেবের সঙ্গে আলাপ। সাহেব তখন লালবাজারের পুলিশ ইনস্পেক্টর। তাঁর কাছে খবর ছিল বেআইনি পথে আফিম পাচার করা হচ্ছে কোনও একটা গুদাম থেকে। তিনি তারিণীকে পুলিশের খোচড় হওয়ার প্রস্তাব দেন। ভালো মন্ত্রণ। তারিণী চিরকাল অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করে। সেও রাজি হয়ে যায়। কিছুদিন বাড়েই বুঝতে পারে প্রদায়ের তলাতেই অন্ধকার। সে যে গুদামে কাজ করে, সেখানেই তার নাকের ডগা দিয়ে নুনের বস্তায় আফিম পাচার হচ্ছে। যথারীতি ড্রিসকল সাহেবকে খবর দেওয়ার তিনি গুদামের মালিককে বমাল গ্রেপ্তার করেন। তারিণী কুড়ি টাকা

বর্কশিশ পেলেও তার চাকরটা যায়। ভালো দিক একটাই। ড্রিসকল সাহেবের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে সে। এরপর প্রায় দুই বছর পুলিশের খোচড় হিসেবে কলকাতা, চন্দননগর, টুঁচুড়া, কালনা, কোথায় না গেছে? সাহেব চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ক্রিক এলে-তো নিজের ডিটেকটিভ এজেন্সি খোলেন। তারিণী বছর দু-এক তাঁরই সহকারী হিসেবে কাজ করেছিল। কিন্তু সাহেবের শরীর ভেঙে যেতে থাকল। মেমসাহেব মারা গেলেন। ছেলেরা ইংল্যান্ডে চলে গেল। সাহেব গেলেন না। রয়ে গেছেন এই দেশ আঁকড়ে। তবে এখন আর বেশি বেশি নেন না।তিনিই নিজের হাতে তারিণীকে অফিস সাজিয়ে দিয়েছেন। এমনকি, তারিণী যে সুন্দর কাঠের চেয়ারটার বসে, সেটাও সাহেবেরই দেওয়া। রোজ সকালে উঠে চেয়ারটাকে ভালো করে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে তারপরই সে বসে। ১৮৯২ থেকে ১৮৯৬ সাল অবধি তারিণীর নানা কার্যকলাপ ম্যাসন সিরিজের তিনটি বই (সূর্যতামসী, নীবারসপ্তক আর অগ্নিনিরয়)-এর পাতায় পাতায় বলা হয়েছে। সত্যি বলতে কী, আমার অজান্তেই তারিণী কখন যে পাঠকদের এতটা প্রিয় হয়ে উঠেছে, বুঝতে পারিনি। ২০২০-র সেই ভয়ানক করোনা কাল থেকে শুরু করে ২০২২-এর জানুয়ারি অবধি, প্রতি বছর একটা করে প্রকাশিত হাতিছত্র ট্রিলজির সিরিজের তিনটি বই। এরপর তারিণীকে নিয়ে আর কিছু লেখার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু লেখকের ইচ্ছেয় কবই বা কী হয়েছে? ‘অগ্নিনিরয়’ শেষ হলে পাঠকরা জিজ্ঞেস করলেন সেই চিরন্তন প্রশ্ন, তারপর কী হল? তারিণীর মতো একজন বুদ্ধিমান ডিটেকটিভ কোনও কারণ ছাড়াই গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দেবে, তা তো হতে পারে না। সেই ক্ষেত্রে তারিণীর অন্য অভিনায়কগোকেও পাঠকের সামনে আনা হোক। এবার আসি আসল কথায়। ম্যাসন সিরিজ পড়েননি, এমন পাঠকের কি এই বই পড়তে সমস্যা হবে? এই চারটি কাহিনিতেই বেশ কিছু সত্যি আর কাল্পনিক চরিত্ররা এসেছেন। তবে হাতেগোনা কয়েকটি চরিত্রকেই চারটি কাহিনিতে ঘুরে ফিরে দেখা যাবে। মুখ্য চরিত্রপরিচয় বিভাগে তাঁদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই চরিত্রগুলো বাদে কাহিনিগত দিক থেকে প্রত্যেকটি উপন্যাস স্বতন্ত্র এবং ম্যাসন সিরিজের সঙ্গে এদের কোনও সম্পর্ক নেই। তাই ম্যাসন সিরিজ পড়া না থাকলেও এই ড্রিসকল সাহেবকে খবর দেওয়ার তিনি গুদামের মালিককে বমাল গ্রেপ্তার করেন। তারিণী কুড়ি টাকা

ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে খ্যাতনামা হাওড়া স্টেশন

বিশেষ প্রতিবেদক

কলকাতার হাওড়া স্টেশন। কিন্তু বয়স কত-----১৭০ বছর নাকি ১১৯ বছর। তথা বলছে ১৯০৫ সালের ১লা ডিসেম্বর হাওড়া স্টেশন রেলযাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল। আবার দেখা যাচ্ছে কলকাতায় রেল লালচাল ব্যবস্থার সূচনা হয় ১৮৫৪ সালের ১৫ই আগস্ট। এ দিনই হাওড়া থেকে হুগলী ২৪ কিলোমিটার পথে প্রথম রেল দৌড় শুরু করে। হাওড়া থেকে সকাল ৮-৩০মিনিটের রওনা দিয়ে হুগলী পৌছায় সকাল ১০-০১ মিনিটে।প্রথম রেলচল্লো ১৮৫৪ সালের অগস্টে আর স্টেশন নির্মিত হল ১৯০৫ সালে। এটা কি করে হয় ! তবে কি কোন স্থায়ী স্টেশন ছাড়াই রেল চলেছিল পঞ্চাশ বছর ধরে ? ঘটনাটা কি ? যখন রেল চালানোর তোড়া জোড় চলছে তখনই তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের চিফ ইঞ্জিনিয়ার জর্জ টার্নবুল হাওড়ায় একটি স্টেশন তৈরির প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী একটি প্রস্তাব পেশ করেন যার আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছিল আড়াই লক্ষ টাকা। তৎকালীন বিদেশি শাসকরা ভারতের রেল পরিবহনের বিপুল কুণ্ডলবহুর সাথে এর একটা ভাসমান বা পেটুন ব্রীজ তৈরি হয়। নতুন হাওড়া স্টেশন তৈরি হওয়ার প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পরে নির্মিত হয় এখনকার হাওড়া ব্রীজ। আবার ১৯০১ সালে নতুন স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণের প্রস্তাব আসে। নকসা তৈরি করেন ব্রিটিশ স্থপতি হ্যাসলে রিকার্ডো। ১৯০১সালে নির্মাণ শুরু হয়ে যা সমাপ্ত হয় ১৯০৫ সালে। ১৯০৫ সালের ১লা ডিসেম্বর ৬টি প্ল্যাটফর্ম নিয়ে যাত্রা শুরু করে তখনকার হাওড়া স্টেশন। তারপর ধীরে ধীরে যোগ হয় আরো ৯টি প্ল্যাটফর্ম। হাওড়া স্টেশনের সড়কভার তখন পূর্ণ রেলওয়ের অধীনে।দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তখন কোন নিজস্ব স্টেশন ছিল না। ১২ থেকে ১৫ এই চারটি প্ল্যাটফর্ম তারা ব্যবহার করতো। ১৯৯২ সাল নাগাদ দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জন্য আরো ৮টি প্ল্যাটফর্ম সব একটি নতুন স্টেশন বিল্ডিং নির্মিত হয়। এখন দুটি রেলওয়ে মিলিয়ে হাওড়া স্টেশনে মোট ২৭টি প্ল্যাটফর্ম। আপাতত ২৪নং প্ল্যাটফর্মের কাজ চলছে। ওল্ড কমপ্লেক্স ১ থেকে ১৫ নম্বর।

কালনায় ভয়াবহ ডাকাতি, পালাতে গিয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমাঃ হুগলিতে ধৃত ২

চাঁপালায় ছড়ায় গ্রামজুড়ে।

সৃজিত দত্ত, কালনা, ৫ ডিসেম্বর : রাতের অন্ধকারে একের পর এক বাড়িতে ঢুকলো সশস্ত্র ডাকাত দল। গৃহস্থের মাথায় ঘষকে ঠকিয়ে একজন বলে ‘কেউ চালাকি করলে, এখানেই শেষ করে দেবো’। প্রত্যেককের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র দেখে প্রাণের ভয়ে সিঁটিয়ে যায় পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের সকল সদস্যকে একজায়গায় একত্রিত করে চালায় দুঃসাহসী ডাকাতি। মহিলাদের গায়ের সোনা থেকে আলমারি ভেঙে লক্ষ টাকা লুট, কিছুই বাদ যায়নি। সোনা ও টাকা সহ কয়েক লক্ষ টাকার লুট করে মঠের রাস্তা ধরে বাইকে চেপে চম্পট দেয় ডাকাতদল। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কালনা থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে কালনার হিজুলী গ্রামে। ঘটনার জেরে ব্যাপক

চাঁপালা ছড়ায় গ্রামজুড়ে। ডাকাতিতে সর্বস্বান্ত হওয়া সুভাষ ধর বলেন, বুধবার রাতে আমাদের প্রতিবেশী দম্পতি কে ধরে নিয়ে এসে বাড়ির দরজা খোলায় ডাকাত দল। তারপরই বাড়ির এক শিশুর গলায় ধারালো কাটারি ধরে ভয় দেখায় তারা। আমার মাথায় বন্দুক ধরে হুমকির শুরুর বলে, ‘চালাকি করলে, এখানেই শেষ করে দেবো’। তারপরেই বাড়ির মেয়েদের গলায় থাকা সোনার চেন, কানের দুল সব কিছু কেড়ে নেয়। আলমারি ভেঙে টাকা লুট করে। সুভাষবার আ্রোও বলেন, শুধু আমার বাড়ি নয় আমার দাদা ও ভাইয়ের বাড়িতে একই কায়দায় ডাকাতি চালায় এই দলটি। এই ঘটনায় আমরা আতঙ্কিত। খবর পেয়ে এই ডাকাত দলকে ধরতে

তৎপর হয়ে উঠে কালনা থানার পুলিশ। জেলার সমস্ত থানা সহ পাশ্চাত্য হুগলি পুলিশ কে সতর্ক করা হয় জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ডাকাতি করে ডাকাতের দলটি কালনার দিক থেকে এস.টি.কে.কে রোড দিয়ে দুটি বাইক নিয়ে পালাচ্ছিল চার দুক্কতী। ডাকাতি করে পালাচ্ছে খবর পেয়ে হুগলির মগরা থানার পুলিশ পালাপাড়ার কাছে নাকা ডাল্লাশি করছিল। সে সময় দুটি নম্বর প্লেট হীন বাইকে চার দুক্কতি কল্যাণী ব্রিঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। ডাকাত দলটির পিছু ধাওয়া করে পুলিশের আর.টি ভ্যান। পুলিশের তাড়া খেয়ে ত্রিবেণী কালিতলা ব্রীজের রেলিং-এ বাইক নিয়ে ধাক্কা মারে ডাকাতরা। পুলিশ চলে আসে

পুলিশের ভ্যান। সেই মুহূর্তে তাদের কাছে থাকা বোমা পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ছোঁড়ে ডাকাতরা। পুলিশের গাড়ির কাঁচ ভেঙে যায়। দুজন পুলিশ কবী আহত হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না ডাকাত দলের, ধস্তাধস্তি করে একজন কে ধরে ফেলে পুলিশ। পরে আরো একজনকে গ্রেফতার করে হুগলি জেলা পুলিশ। বাকি দুজনের খোঁজে ডাল্লাশি শুরু করে ছেড়ে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে একটি গুয়ান শাটার উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনায় উপর নজর রাখছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে হুগলি যেতে পারে বিশেষ তদন্তকারী দল।

পুকুর সংস্কারের নামে ভরাটের অভিযোগ, মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ দায়ের



দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ ডিসেম্বর : পুকুর সংস্কারের নামে ভরাটের অভিযোগ। রাতে অন্ধকারে পুকুর পাড়ে টুলি করে চলছে মাটি ফেলার কাজ। যে কোনো সময় প্রকাণ্ড জলাশয় ভরাট হয়ে চলে যেতে পারে মাটি ময়িয়ারের দখলে। এই আশঙ্কায় মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ দায়ের করল এলাকাবাসীর একাংশ। চাঁচল সদর এলাকার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। চাঁচল সাপ্তাহিক হাটের পাশে শান্তি মোড়ে রয়েছে একটি প্রকাণ্ড

জলাশয়। যেটি একসময় ওই এলাকার মানুষের কাছে মাছ চাষ থেকে শুরু করে ব্যবহারের একমাত্র জলাশয় ছিল। যদিও সেটি ব্যক্তি মালিকানাধীন। কিন্তু অভিযোগ সস্প্রত্টি কয়েকদিন ধরে পুকুরের মালিক পুকুর সংস্কারের নামে রাতের অন্ধকারে টুলির পর টুলি মাটি পুকুর পাড়ে ফেলছেন। এলাকার মানুষের আশঙ্কা এইভাবে পুকুর ভরাটের চক্রান্ত হচ্ছে। যেটা পরবর্তীতে প্লট করে বিক্রি করে দেওয়া হবে। এই নিয়ে এলাকার মানুষ চাঁচলের মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদিও ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রে খবর জলাভূমি ভরাট কোনভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে ভরাটের কাজ হলে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এলাকার মানুষের দাবি কোন অবস্থাতেই পুকুর তারা ভরাট হতে দেবেন না। যদি মাটি ফেলা বন্ধ না হয় তবে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামেনে। অভিযোগকারী সুমিত সরকার বলেন, একেই তাে সদর এলাকার নিকশি নিয়ে সমস্যা। আমরা গিয়ে দেখলাম যে সেখানে মাটি ফেলা হচ্ছে। সংস্কারের নামে ভরাটের চেষ্টা হচ্ছে। প্রশাসনকে বলেছি খতিয়ে দেখতে।

পিডব্লুডি-র জায়গায় তৈরি হওয়া বাড়ি উচ্ছেদ অভিযানে নামলো প্রশাসন

দূরন্ত বার্তা, গঙ্গারামপুর, ৫ ডিসেম্বর : হাইকোর্টের নির্দেশে পিডব্লুডি-র জায়গায় তৈরি হওয়া বাড়ি উচ্ছেদ অভিযানে নামলো প্রশাসন। বুধবার গঙ্গারামপুর রকেট ঠেঙ্গাপাড়া কোরিয়াল এলাকায় PWD * NH অথেরটির যৌথ উদ্যোগে এবং পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতে চলে এদিনের এই উচ্ছেদ অভিযান। এদিন বাড়ি উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকায়। ঘটনাস্থলে মোতায়েন বিশাল পুলিশবাহিনী। এদিন এমন ঘটনায় কালায় ভেঙে পড়ে চাউছাড়া মানুষজন। জেসিবি ট্রাক্টর আটকে বিক্ষোভ দেখান মহিলা ও বাচ্চারা। দীর্ঘক্ষণ মহিলা ও বাচ্চাদের বিক্ষোভের জেরে পিছু হাটে প্রশাসনিক কর্তারা। বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রশাসনের তরফ বেঁধে দেওয়া হয় ৩ মাস সময়। জানা গেছে ওই এলাকার বাসিন্দা পুলিশের রায়। কোরিয়াল এলাকায় ৫১২নং জাতীয় সড়কের ধারে পেট্রোল পাম্প তৈরির লাইসেন্স পান। এরপর ৫১২নং জাতীয় সড়কের ধারে পিডব্লুডি-র জয়গা লিজ নেন ভারত পেট্রোলিয়াম। এদিকে ওই এলাকায় পিডব্লুডি-র জায়গায় বেশকিছু বাড়ির থাকায় পেট্রোল পাম্প তৈরি করতে সমস্যায় পরে দীপঙ্কর রায়। এই নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হন তিনি। এই ঘটনায় উভয় পক্ষের তরফ কোর্টে মালদা করা হয়। তারপরেও এই ঘটনার কোনো সুরায না হওয়ায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন পেট্রোল পাম্পের মালিক দীপঙ্কর রায়। এদিকে হাইকোর্টের তরফে দীর্ঘদিন আগে ওই এলাকার বাড়ি উচ্ছেদের নির্দেশ দেওয়া হলেও বাড়িঘর উচ্ছেদ না হওয়ায় পুনরায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ দীপঙ্করবাবু। অবশেষে পুনরায় হাইকোর্টের তফকে বাড়িঘর উচ্ছেদের নির্দেশ দেওয়া হয়। হাইকোর্টের নির্দেশে বুধবার ওই এলাকার ১৮ টি বাড়িঘর উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে জমায়েত হন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। তবে বাড়িঘর উচ্ছেদ করতে এসে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় প্রশাসনিক কর্তাদের। যার কারণে ফের ৩ মাস সময় দেওয়া হয় গ্রামবাসীদের।

না ফেরার দেশে চলে গেলেন চলমান বোধিবৃক্ষ সুনীতি কুমার পাঠক

দূরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৫ ডিসেম্বর : না ফেরার দেশে চলে গেলেন চলমান বোধিবৃক্ষ সুনীতি কুমার পাঠকা। ১০১ এক বছরের আয়ুস্কে তাঁর এই দীর্ঘ জীবন এক স্বর্ণঞ্চল গৌরবময় অধ্যায়। শান্তিনিকেতনের আকাশ দীপের বাতিনে ঘটলো এক যুগের অবসান। চণ্ডীগড় থেকে তাঁর ছেলে আশীষ পাঠক বৃহস্পতিবার বিকেলে এসে পৌঁছানেন। কঙ্কালীতলা মহাশশ্মানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। প্রজ্ঞার নিরিখে তাঁকে শান্তিনিকেতনের আচার্য বলা হতো। বৌদ্ধ পণ্ডিত সুনীতি কুমার পাঠক পৗরাষ্ট্রপতি পুরস্কার এবং এশিয়াটিক সোসাইটি তাকে স্বর্ণ পদক প্রদান করে। ১৯৫৪ সালে তাঁর হাত ধরেই বিশ্বভারতীতে ভারত-ভিকরী চর্চা শুরু হয়েছিল । হিমালয়ের দুর্গম এলাকা-সহ দেশ, বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় পায়ে হেঁটে ঘুরে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন একাধিক মূল্যবান পুঁথি। মধ্যযুগে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে তিকরিত ভাষায় সহায়তা করার কাজে লিপ্ত হন। সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি এবং তিব্বতি ভাষায় ছিল তার প্রগা। জ্ঞান। তাঁর কথা শুনে শুনে যিনি অনুলিখন করে যেতেন সেই রবীন্দ্রনাথ হেমব্রত বলেন, ১০১ পার হয়ে ১০২-এর কাছাকাছি তার বয়স হয়েছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত উনি বলে যেতেন, আমি লিখতাম। ওঁর মতো পণ্ডিত ব্যক্তি আমি আর দেখিনি। আমাদের খুব খারাপ লাগছে। ১৯২৪ সালের ১ মে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মলিঘাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সুনীতিকুমার পাঠকা। ছেলেবেলাতেই মা’কে হারিয়েছিলেন। মামার বাড়িতেই তাঁর বড় হয়ে ওঠা। সেখানেই পড়াশোনা। পরবর্তীতে কলকাতার তীর্থপতি ইন্সটিটিউশন, সংস্কৃতি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পড়াশোনা। ১৯৬৮ সালে একবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখার সুযোগও হয়েছিল তাঁরা। ছাত্রবৃত্তি নিয়ে তিকরী ভাষা শিক্ষা । প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ে সহযোগিতায় কালিক্পং-এ গবেষণার সুযোগ পান তিনি। বৌদ্ধ তত্ত্ব এবং বৌদ্ধ শাস্ত্র নিয়ে তাঁর দূশোর বেশি প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি।

আলু আসামে পাচারের চেষ্টায় আটক ১

দূরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৫ ডিসেম্বর : সস্প্রত্টি আলুর দাম কমানোর উদ্দেশ্যে এই রাজ্যের আলু ভিনরাজ্যে পাঠানোতে নিষেধাজ্ঞার কথা বলেছেন স্বয়় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বিহার বা উত্তরপ্রদেশের জাল নথি তৈরী করে আসামে আলু পাঠাচ্ছিল একটি চক্র। তেমনই একটি আলু বোঝাই গাড়ি আটক করে অসম বাংলা সিমানাবতী নাকা পয়েন্টের পুলিশ। ময়দার নথি তৈরী করে আলু বোঝাই গাড়িট লালাল মারফত আসামে পাঠানোর সময় বারোবিশাখ কাছে ডাঙা পাকড়িতে পুলিশের হাতে আটক হয়। গাড়িটি থামিয়ে চালককে জিজ্ঞেসাবার পরে লোকের উত্তরে সন্দেশ হয় পুলিশে। গিডি তাল্লাশি করতেই বেরিয়ে আসে আলুর বস্তা। চালক রবি সাহা কে আটক করে পুলিশ। তদন্তে পুলিশ।



পোস্টাল ব্যালট সংক্রান্ত তথ্য
সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে কোম্পানি আলি, ২০১৩ ('আই') এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ অনুযায়ী কোম্পানি (ব্যাংকান্য ও প্রদান) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ২০ এবং নিয়ম ২২ এর সাথে পণ্ডিত, সময়ে সময়ে সংশোধিত হিসাবে, সাধারণ সাক্ষরক নং ১৪/২০১৩ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৮/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২০/২০২০ তারিখ ০৫ মে, ২০২০, ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, ২৩/২০২০ তারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০, ১/২০২১ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ ১০/২০২১ তারিখ ২৬ জুন, ২০২১, ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ৩/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, ১৮/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ০৯/২০২০ ২০২৩, ০৮/২০২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে এবং ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ('MCA') ('MCA সাক্ষরক') দ্বারা জারি করা অন্যান্য সম্পর্কিত সাক্ষরক এবং সিকিউরিটিজ আন্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৪৪ ('সিকিউ' বাধ্যবাধকতা এবং প্রশ্রের প্রয়োজিতাল্লাশি) রেগুলেশন, ২০১৫ ('সিকিউ রেগুলেশন'), জারি করা সাধারণ সভায় সেক্রেটারিাল স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া ('এসএন-২') এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধান (যেখানে সুরক্ষিবদ্ধ পরিচরিত)গুলি) বা এর পুনর্বিশোধ (গুলি) সহ, যদি থাকে, কোম্পানির ইন্ডাক্ট্রিকাল আয় পাওয়ার লিমিটেড (পূর্বে রাষ্ট্রপতি রিয়েলটি আন্ড ইন্ফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড নামে পরিচিত) ('কোম্পানি') দ্বা় সদস্যদের কাছ থেকে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে অনুমোদন চাইবে রিমেট ইলেকট্রনিক ভোটিং ('ই-ভোটিং')। এই ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখের পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত রেগুলেশনগুলি পরিণ কাসর জন্য বা সদস্যদের আলোচনাত্মক ইলেক করা হবে। উপরে উল্লিখিত বিধান এবং সাক্ষরকগুলির সাথে সম্মতিতে, পোস্টাল ব্যালট সিস্টামে এই সদস্যদের ইময়ের মাধ্যমে পাঠানো হবে যাতে ইলেক টিকানা কোম্পানিতে বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত এবং কোম্পানি দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে ('রিমেট ই-ভোটিং') এর সদস্যদের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে নির্ধারিত সমস্ত রেগুলেশিউশনে তাদের ডোটে লিটে সম্মত করে। কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL) নিয়োগ করেছে কোম্পানির সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করার জন্য ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার জন্য।

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি সহ ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি, নির্দেশাবলী এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার পদ্ধতি <https://www.evoting.nsdl.com> অথবা <https://www.rcbndia.com/announcementnotice/> লিঙ্ক থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে এবং বিক্রেতা লিমিটেডের ('বিক্রেতা') ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত লিঙ্কগুলি <https://www.bseindia.com> এবং বা ক্যালকুলাটর স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড <https://www.cse-india.com>

ক. নিকিটাকাল মোড়ে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা এবং যারা তাদের ইমেল টিকানা, মোবাইল নম্বর, বায়োমিট্রিক বিলেন টিকানা নির্দেশ করে পোস্টাল টিকানা ই-ভোটিং পদ্ধতি, আপডেট কনসেনি, সমন্বয়কারী নথির সাথে যথাযথভাবে পূরণ করা হয়। ISDR-1 জমা দিচ্ছে নিবন্ধন। আপডেট করা হয়। অন্য অনুগ্রহ করা হচ্ছে। কোম্পানির কাছে বা Niche Technologies Pvt Ltd. কোম্পানির বেকিউপ এবং শেয়ার ট্রান্সফার এক্সেট (RTA)। নিম্নলিখিত লিঙ্ক থেকে ISR-1 ফর্ম ডাউনলোড করা যেতে পারে: https://nichetechpl.com/wp-content/uploads/2023/03/Form_ISR-1.pdf

খ. ডিপার্টমেন্টাইলিঙ্কড মোড়ে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা এবং যারা তাদের ইমেল টিকানা, মোবাইল নম্বর নিবন্ধিত, আপডেট কনসেনি, বায়োমিট্রিক বিলেন টিকানা নির্দেশ করে পোস্টাল টিকানা ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিস্তারিত পদ্ধতি নির্দেশ পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হবে।

বোর্ডের অদেশে	
হুনঃ কলকাতা তারিখঃ ০৫,১২,২০২৪	সচিব /-প্রিয়রূপ মুখোপাধ্যায় কোম্পানি সচিব ও কমপ্রায়লস অফিসার

আলু মজুত রয়েছে, তিস্তা পাড়ে জোরকদমে চলছে উৎপাদন প্রক্রিয়া
দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : বর্তমানে আলুর দাম আকাশ ছোয়া হলেও নতুন আলুর দাম কিসের হবে তা নিয়ে চিন্তিত চাষীরা। তিস্তার জল তুলে সেচের ব্যবস্থা করে শীতের সবজি চাষে জল দেবার কাজ এখন জোরকদমে চলছে। জমিতে কাজ করছেন অনেক মানুষও। আলু গাছে দেওয়া হচ্ছে সার ও সেলোর জল। সেচের মাধ্যমে এখন আলু ও লঙ্কা চাষে জল দেবার কাজ চলছে তিস্তা নদীর পাড়ে। পলি যুক্ত তিস্তা নদীর জমিতে এখন চোে দেওয়ার কাজ জোরকদমে চলছে। লঙ্কা থেকে আলু সহ আরো বিভিন্ন

শাকসবজিতে জল দেবার কাজ শুরু হয়েছে।

বর্তমানে তিস্তা নদীর চরে বিভিন্ন শাকসবজি চাষ হয়েছে। সজির ফলন ও অনেকটাই হয়েছে। এখন শুধু অপেক্ষা তোলার পালা। এখন আলু ও লঙ্কার চাষাবাদে দারুন ভাবে এগিয়ে তিস্তাচরের বাসিন্দারা। সেলো দিয়ে তিস্তা নদীর গভীরে থাকা জল তুলে এই সমস্ত শাক সবজি তে জল দেবার হচ্ছে। আগামী এক মাসের মধ্যেই পুরো চাষাবাদে ফসল উঠার সময় আসবে। যার মধ্যে লঙ্কা ও আলুর পরিমাণটিই বেশি থাকবে। তবে এক চাষী বলেন ফসল উঠার পরই ফসলের দাম কতটা হবে তা বোঝা যাবে। বা

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েতে স্ট্যাটিক ক্যাটারিং ইউনিটে পিএডি আইটেম সরবরাহের জন্য আগ্রহের প্রকাশের আমন্ত্রণ জানানোর প্রক্রিয়ার সম্পাদন
অফিস নোটিশ নং সিএটিজি/শটলিস্টিং/পিএডি/০১ তারিখ ০১-১০-২০২৪ -এর দ্বারা, পিএডি আইটেম প্রস্তুতকারক/সরবরাহকারীদের কাছ থেকে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন স্ট্যাটিক ক্যাটারিং ইউনিটে তাদের পণ্য সরবরাহ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশের আহ্বান জানানো হয়েছিল। প্রশাসনিক কারণে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি বাতিল করা হয়েছে। যে দপ্তরদাতারা ইতিমধ্যেই ডিমান্ড ড্রাফ্টের সাথে প্রয়োজনীয় নথি জমা করছেন, উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য তারা প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার-এর অফিস, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, নতুন প্রশাসনিক ভবন, ২য় তলা, ১১, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ -এ ১১:০০টা থেকে ১৭:০০ টার মধ্যে, সমস্ত কর্মদিবসে অফিসের ক্যাটারিং বিভাগ থেকে সেটি সংগ্রহ করতে পারেন। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করুন < https://ser.indianrailways.gov.in → Department → Commercial → Passenger Service and Catering → EOI । পিএডি আইটেম সরবরাহের সংক্ষিপ্ত তালিকার জন্য > দেখুন অথবা প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার/দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের অফিসের ক্যাটারিং ডিপার্টমেন্ট, নতুন প্রশাসনিক ভবন, ২য় তলা, ১১, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ -এ ১১:০০টা থেকে ১৭:০০ টার মধ্যে, সমস্ত কা্যদিবসে যোগাযোগ করুন।
(PR-868/C)
ডেপুটি চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পিএস), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে হুনঘটিতে রেল পরিষেবা

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :- NIT NO. : LTG/XIV/75/24-25/131/RE Name of work : Repairing and replacement of the existing corrode pole and faulty luminaries at Babu Para, Nibedita Sarani and other different areas in Ward No.131. Estimated Amount : Rs.4,26,451.00. Earnest Money : Rs.8,600.00. Period of Completion : 15 days. Last Date and Time of submission of Bid : 16.12.2024 at 4 p.m. The bid forms and other details are available on and from 06.12.2024 at 4 p.m. from the website https://wbtdenders.gov.in
The Ex. Engg.(E)/LTG/Z-III, KMC invites open e-tender online percentage rate two bid system for the following works :- 1. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/558 Name of work : Change of damage and serviceable Led fittings at different places in Ward-69. Estimated Amount : Rs.1,99,992.00. Earnest Money : Rs.4,000.00. 2. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/561 Name of work : Improvement of lighting system at Gurusuday Dutta Road & surrounding areas in Ward No.69, under Br-VIII. Estimated Amount : Rs.4,92,989.00. Earnest Money : Rs.9,900.00. 3. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/563 Name of work : Supply & delivery of decorative fittings and cables at Ballygunge Circular Road & surroundings in Ward No.69. Estimated Amount : Rs.1,68,910.00. Earnest Money : Rs.3,400.00. Period of Completion : 30 Days (for SI.No.1 to 3). Last Date and Time of submission of Bid : 20.12.2024 at 12 noon (for SI.No.1 to 3). Bid opening date for Technical Proposals (Online) : 20.12.2024 at 5 p.m. (for SI.No.1 to 3). 4. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/557 Name of work : Repairing & renovation of park lighting system at various parks of Cornfield Road, Ballygunge Place & surroundings within Ward No.68, Br.-VIII. Estimated Amount : Rs.1,48,831.00. Earnest Money : Rs.3,000.00. Period of Completion : 21 Days. Last Date and Time of submission of Bid : 18.12.2024 at 12 noon. Bid opening date for Technical Proposals (Online) : 18.12.2024 at 5 p.m. The bid forms and other details are available on and from 06.12.2024 at 5 p.m. (for SI.No.1 to 4). 5. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/556 Name of work : Supply and delivery of Led street light fittings to replace the damaged fittings at Monohar Pukur Road, Monohar Pukur 2nd Lane and other different areas in Ward No.85 under Br-VIII. Estimated Amount : Rs.4,69,893.00. Earnest Money : Rs.9,400.00. Period of Completion : 8 Days. 6. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/570 Name of work : Operation & maintenance of street lighting system at Tiljala Road, Tiljala Masjid Bar Lane, Kustia Road, Topsis Road, Tiljala Shibtala Lane in Ward No.65. Estimated Amount : Rs.2,85,660.00. Earnest Money : Rs.5,800.00. 7. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/572 Name of work : Regular operation & maintenance of Electrical System at different Ward Offices, Br-Office and other institutions under Br-VIII. Estimated Amount : Rs.3,40,764.00. Earnest Money : Rs.7,000.00. Period of Completion : 365 Days (for SI.No. 6 & 7). 8. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/571 Name of work : Supply, delivery & installation of Air Conditioning Machine with its accessories at Borough-VIII Office under Br-VIII. Estimated Amount : Rs.2,74,413.00. Earnest Money : Rs.5,600.00. Period of Completion : 25 Days. Last Date and Time of submission of Bid : 14.12.2024 at 6 p.m. (for SI.No.5 to 8). Bid opening date for technical proposal on : 14.12.2024 at 6.30 p.m. (for SI.No.5 to 8). The bid forms and other details are available on and from 06.12.2024 at 6 p.m. (for SI.No.5 to 8). The website https://etender.wb.nic.in (for SI.No.1 to 8).
The Executive Engineer (Electrical)/Ltg./Z-IV, KMC invites e-tender online two part Bid system for the following works :- 1. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/232/24-25 Name of work : Temporary lighting arrangement for upcoming festivals at Layelka, Regent Estate in Ward No.96 under Br-X. Estimated Amount : Rs.1,94,480.00.Earnest Money : Rs.4,000.00. Period of Completion : 7 days. 2. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/233/24-25 Name of work : Improvement of bustee lighting arrangement at 3 No Vidyasagar and Ramgarh slum areas in Ward No.99 under Br-X. Estimated Amount : Rs.2,94,816.65. Earnest Money : Rs.6,000.00. Period of Completion : 20 days. Last Date and time of Completion of Bid : 13.12.2024 upto 12 noon (for SI.No.1 & 2). The Bid form and other details are available on and from 06.12.2024 at 2 p.m. (for SI.No.1 & 2). 3. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/231/24-25/PD Name of work : Improvement of bustee lighting arrangement at Dhutlata, Pora Khola etc. slum areas in Ward No.112, Br-XI. Estimated Amount : Rs.2,97,021.06. Earnest Money : Rs.6,000.00. Period of Completion : 30 days. 4. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/234/24-25/PD Name of work : Development of bustee lighting arrangement at Sahid Smriti Bustee, Bhagat Singh Colony etc. bustee areas in Ward No.109, Br-XII. Estimated Amount : Rs.3,18,577.35. Earnest Money : Rs.6,500.00. Period of Completion : 20 days. Last Date and Time of Completion of Bid : 13.12.2024 upto 2 p.m. (for SI.No.3 &4). The Bid form and other details are available on and from 06.12.2024 from 12 noon (for SI.No.3 & 4). 5. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/227/24-25 Name of work : Supply and delivery of Led fittings at Arbindanagar, Samajgarh and other areas in Ward No.95, Br.-X. Estimated Amount : Rs.2,48,919.61. Earnest Money : Rs.5,000.00. Period of Completion : 15 days. Last Date and Time of Completion of Bid : 16.12.2024 upto 12 noon. 6. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/228/24-25 Name of work : Installation of works of street lighting system at Jubilee Park, Santigarh, Grahams Land & others areas in

ফসল কতটা ভালো হবে। তবে আলুর দাম যে ভালোই পাবেন উত্তরের আলু চাষীরা তার ইঙ্গিত মিলেছে খোদ রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী বোচরাম মামার কথাতেই।

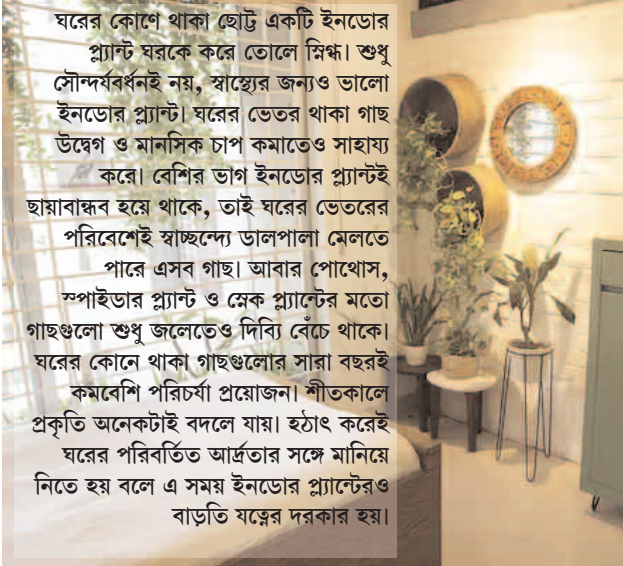
BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION POURA BHABAN, BIDHANNAGAR NIT No. 595/PWD/ROAD/BMC, Dated- 05/12/2024. e-Tender has been invited for Renovation and up gradation of bituminous main road, Construction of concrete road at different locations within ward no. 28 to 41 under BMC. For details, please follow [Tender Id 2024. MAD. 779477. flow 14.] in www.wbtenders.gov.in , Office Notice Board. Last date of Bid submission - 28/12/2024 up to 3.00 p.m.	
Sd/- Executive Engineer Bidhannagar Municipal Corporation	

Office of The
HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT
ULUBERIA-I DEV. BLOCK
NOTICE INVITING e-TENDER No. 390/Hat-1/1ST CALL/e-NIT-08/2024-25
For and on behalf of the Prodhan & Arth O Parikalpana Upa-Samity, Hatgachia-I G.P. invites sealed percentage rate tenders for CREATION OF A NEW SOURCE OF DRINKING WATER. Last date of submission of Bid up to 11.12.2024 at 11.00 Hrs. Bid Opening Date(Online): 13.12.2024 at 11.00 Hrs. For details please visit <https://wbtenders.gov.in>

পূর্ব রেলওয়ে ই-অর্পন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
নং. সিওএম/ডিই/ই-অর্পন/পিইউ/এইচডব্লুএইচ/২০২২ তারিখঃ ০৩.১২.২০২৪ নিম্নের ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, বানী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিশনে ও (তিন) বছরের জন্য বালি স্টেশনে সাধারণ পে অ্যান্ড ইউজ টারগেট পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণে হেতু নতুন চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অর্পন আহ্বান করা হচ্ছে। বিষয়ক ই-অর্পন রেলওয়ে বোর্ডের হেট মাফোর্টে সাক্ষরকার নং. ১১ অফ ২০২২ এবং কমার্শিয়াল সাক্ষরকার নং. ১৪ অফ ২০২২ অনুসারে পরিচালিত হবে। আগ্রহ বিদ্য বিবরণ এবং ই-অর্পনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে ই-অর্পন সিস্টিম মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইটে www.irops.gov.in দেখুন। অর্পন ক্যাটাগরি নং. সিএইচই-এইচডব্লুএইচ-০১-আর; লবি নম্বর/ক্যাটাগরি : পিএনডি-এইচডব্লুএইচ-বিলেগরাই-টিওএইচ-৪৩-২৪-৩; স্টেশন : বালি স্টেশন (বিলেগরাই); অর্পনের তারিখ ও সময় : ১৮.১২.২০২৪ তারিখ বেলা ১২ টায়। HWH-462/2024-25 টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ or irops.gov.in-এও পাওয়া যাবে। আমাদের অসুখর কলন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

গৃহকোন

শুধু সৌন্দর্য বাড়ায় না, স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো ইনডোর প্ল্যান্ট



১. ইনডোর প্লান্টে জল দেওয়ার বিশেষ কোনো নিয়ম নেই। গাছের ধরন অনুযায়ী জলের চাহিদা ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন স্নেক প্ল্যান্টে সপ্তাহে দু-এক দিন জল দিলেই ভালোমতো বেঁচে থাকে। আবার অনেক গাছের বেড়ে উঠতে নিয়মিত জলের প্রয়োজন হয়। তবে সাধারণত যখন ইনডোর প্ল্যান্টের গোড়ার মাটি শুকিয়ে যাবে, তখনই গাছে জল দিতে হবে।

শীতকালে প্রকৃতিতে আর্দ্রতা অনেকটা কমে যায়, তাই ঘরের ভেতর থাকা গাছগুলোর আর্দ্রতা ধরে রাখতে মাটিতে কিছুটা কোনো পিট ব্যবহার করতে পারেন। এটি গাছের জন্য প্রয়োজনীয় জল ধারণ করতে পারে। গাছের গোড়াতেও

পচন ধরে না। ২. প্রকৃতিতে জীর্ণভাবে নিয়ে আসে শীত। মনে হয় গাছপালা যেন কিমিয়ে আছে। এ সময় গাছের বৃদ্ধি অন্যান্য সময়ের চেয়ে কম হয়। অনেক সময় দেখা যায়, গাছের কিছু পাতা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। এ সময় গাছের মরা ডাল-পাতাগুলো ছেঁটে দেওয়া উচিত।

৩. ঘরের ভেতরে থাকা আসবাবের মতোই ইনডোর প্ল্যান্টেও কিছুদিন পরপর ধুলাবালু জমে। পাতার ওপর দীর্ঘদিন ধরে জমা ধুলাবালু গাছের সালোকসংশ্লেষণে ব্যাধাত ঘটাতে পারে। তাই পাতায় ধূলা জমলে তেজা কাপড় দিয়ে পাতাগুলো মুছে দিতে হবে।



৪. ইনডোর প্ল্যান্টের বেড়ে উঠতে খুব বেশি আলো-বাতাসের

প্রয়োজন হয় না, কিন্তু একেবারেই আলো-বাতাস না পেলে গাছগুলো সতেজভাবে হারাতে পারে। এ ছাড়া গাছে ফাঙ্গাসের আক্রমণও হতে পারে। তাই সপ্তাহে এক দিন বা ১৫ দিনে অন্তত এক দিন ইনডোর প্ল্যান্টগুলো কিছুক্ষণের জন্য রোদে রাখুন।

৫. শীতকালে অনেক গাছই মিলি

‘ইমিটাক’ নামক ঔষধ বেশ কার্যকরী। এ ছাড়া শীতে ছত্রাবের প্রকোপও বেড়ে যায়। ছত্রাবের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পেতে গাছে ‘ম্যানসার’ নামক ফাঙ্গিসাইড ব্যবহার করতে পারেন।

অনেকে মনে করেন, শীতকালে গাছের প্রয়োজন উষ্ণ জল। কিন্তু এটি একদমই ভুল ধারণা। বেশি

অভিশংসনের

দাবিতে সিউলের

রাজপথে বিক্ষোভ

দক্ষিণ কোরিয়াকে জাপানের ঘনিষ্ঠ মিত্রদেশ হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইঙল ২০২২ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে দুই দেশের সম্পর্ক আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আগের প্রশাসনের সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ায় জাপানের আচরণ এবং সেই ইতিহাসের সঠিক স্বীকৃতি নিয়ে দুই দেশের অবস্থানগত পার্থক্যকে কেন্দ্র করে জটিলতা দেখা দেয়। ফলে দুই দেশের সম্পর্ক অনেকটা শীতল হয়ে গিয়েছিল। এমনকি দুই দেশ শীর্ষ পর্যায়ের আলোচনাও স্থগিত রেখেছিল। ২০২২ সালের নির্বাচনে ইউন জয়লাভ করায় দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার পথে এগিয়ে যায় জাপান। গত দুই বছরে সম্পর্ক অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ আকার নেয়। তবে দক্ষিণ কোরিয়ায় হঠাৎ করে দেখা দেওয়া অস্থিরতা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ওপর তাৎক্ষণিক প্রভাব না ফেললেও সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ জাপানে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রেসিডেন্ট ইউনের সাম্প্রতিক কিছু পদক্ষেপ নিয়ে দেখা দেওয়া জটিলতা এবং এর ফলশ্রুতিতে লোকজনের পথে নেমে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও পার্লামেন্ট সদস্যদের প্রেসিডেন্টের সামরিক আইন জারির ঘোষণা বাতিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত এখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও অনেক বেশি জটিল করে তুলেছে। পার্লামেন্ট সদস্যরা দ্রুত সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাইরে প্রেসিডেন্টের অভিশংসন নিয়ে উত্থাপিত একটি বিল স্পিকারের কাছে দাখিল করেছেন। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বিলটির ওপর ভোট গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন তারা। পার্লামেন্টে বিরোধী দলগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় সহজেই সেটা কার্যকর করা সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে। তবে অভিশংসন বিল পাস করিয়ে নিতে দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন দরকার হওয়ায় কিছুটা জটিলতা হয়তো দেখা দেবে। বিরোধী সব কয়টি দলের সম্মিলিত আসনসংখ্যা দুই তৃতীয়াংশের চেয়ে আটটি কম। ফলে প্রেসিডেন্ট ইউনের নিজের দলের কিছু সদস্য অভিশংসনের পক্ষে ভোট দেবে কি না, তার ওপর নির্ভর করবে প্রেসিডেন্টকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবের ভবিষ্যৎ। তবে তা সত্ত্বেও নিজের গ্রহণ করা সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে অনিশ্চিত যে পরিস্থিতির মুখে এখন ইউন পড়েছেন, রাজনীতির সেই কানাগলি থেকে বের হয়ে আসা তাঁর পক্ষে হয়তো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। ফলে দক্ষিণ কোরিয়ায় এখন ক্ষমতার আরও একটি রদদল মনে হয় আসার। দেশের সেই পথে অগ্রসর হওয়া নিয়ে মিত্ররা এ কারণে অনেকটা উদ্বিগ্ন। কারণ, পূর্ব এশিয়ায় শান্তি বজায় রাখার নামে তারা যে মিত্রী জেটি গড়ে তুলেছে, সেটা হয়তো ভাঙনের পথে না গেলেও কিছুটা শিথিল আকার ধারণ করবে। দক্ষিণ কোরিয়ার এই পরিস্থিতি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ওপর কটুটা এবং কোন ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে, তা নির্ধারণ করার জন্য পরিস্থিতির ওপর ঘনিষ্ঠ নজর রাখছে জাপান। জাপানের সরকারি কর্মকর্তারা বলেছেন, হঠাৎ করে প্রেসিডেন্ট ইউনের জারি করা সামরিক শাসন তাদের অবাক করে দিয়েছে। পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, তার ওপর ঘনিষ্ঠ নজর রাখছেন তারা। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইশিবা শিগের বলেছেন, ‘সরকার গভীর উদ্বেগ নিয়ে ঘটনার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ইউনের সঙ্গে কিছুদিন আগে জানুয়ারি মাসে শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। জাপানের কর্মকর্তারা আগামী মাসে ইশিবার সিউল সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেছিলেন।

ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে দক্ষিণ কোরিয়া সফরে তিনি যানেন কি না, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে ইশিবা বলেন, ‘সুনির্দিষ্ট কিছু এখনো ঠিক করা হয়নি।’ এদিকে জাপানের সংসদ সদস্যদের একটি দল অবশ্য ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে দক্ষিণ কোরিয়া সফরের একটি কর্মসূচি স্থগিত করে দিয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সুগা ইয়োশিহিদের নেতৃত্বে সরকার ও বিরোধী উভয় পক্ষের সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত দলটি দুই দেশের সম্পর্ক আরও বেশি আন্তরিকতা পূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে সফরের সময় সূচি নির্ধারণ করেছিল। সরকারের পাশাপাশি জাপানের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীও দক্ষিণ কোরিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে দেখা দেওয়া উদ্বেগ থেকে ঘটনাবলির ওপর নজর রাখছে। প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক জাপানি নাগরিক দক্ষিণ কোরিয়া সফরে যান।

তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর উত্তেজনা

ভাঙড়, ৫ ডিসেম্বরঃ আজ ভাস্কর ২ নম্বর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এর দপ্তরে আরাবুল ইসলামের আসার দ্বিতীয় দিন। দ্বিতীয় দিনে কলকাতা পুলিশের কড়া নিরাপত্তা ভাস্কর ২ নম্বর বিডিও অফিসে। যে সমস্ত গাড়ি বিডিও অফিস চত্বরে প্রবেশ করছে সেই সমস্ত গাড়ি নাকা তল্লাশি করা হচ্ছে কলকাতা পুলিশের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়েও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। শওকত মোল্লা অনুগামীদের মধ্যে আরাবুল অনুগামী তৈরি হয় তর্কাতর্কি। উত্তেজনা ভাঙড় দু

হাওড়ার

ডুমুরজলা ইন্ডোর

স্টেডিয়ামে

ফাইনাল

হাওড়া, ৫ ডিসেম্বরঃ ৩৯তম জাতীয় যুব বান্ধেটবল চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হলো কর্ণাটক। পুরুষ বিভাগে জয়ী হয় রাজস্থান। হাওড়ার ডুমুরজলা ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার হয় টুর্নামেন্টের ফাইনাল। বান্ধেটবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল বান্ধেটবল অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে এই ৩৯তম ইউথ ন্যাশনাল বান্ধেটবল চ্যাম্পিয়নশিপের (মেন এন্ড ওমেন) আয়োজন করা হয়। ২৯শে নভেম্বর থেকে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এবারের বান্ধেটবল চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসেছিল কলকাতার রেড রোড, ময়দানের ওয়েস্ট বেঙ্গল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন গ্রাউন্ডে এবং হাওড়ার ডুমুরজলা ইনডোর স্টেডিয়ামে। বৃহস্পতিবার ছিল টুর্নামেন্টের ফাইনাল। হাওড়া ডুমুরজলা ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত ফাইনালে মহিলা বিভাগে মুখোমুখি হয়েছিল তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটক। কর্ণাটক মহিলা বিভাগের ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হয়। তারা তামিলনাড়ুকে ৬১-৫৪ পয়েন্টে পরাস্ত করে। এছাড়া পুরুষ বিভাগের ফাইনালে এদিন মুখোমুখি হয় কর্ণাটক এবং রাজস্থান। রাজস্থান ৮৫-৬৭ পয়েন্টের ব্যবধানে কর্ণাটককে পরাজিত করে। এদিন ডুমুরজলা ইন্ডোর স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খ্যাত প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরুণ রায়, রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, হাওড়ার জেলাশাসক পী

দীপাপপ্রিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল বান্ধেটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভি সলোমান নিশা কুমার, সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার আচা, হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্যামল মিত্র, হাওড়া পুরসভার কমিশনার বন্দনা পোখরিওয়াল সহ অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ওয়েস্ট বেঙ্গল বান্ধেটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আইপিএস ভি সলোমান নিশা কুমার বলেন, ১২ বছর পর বান্ধেটবলের এই ন্যাশনাল টুর্নামেন্ট আমরা কলকাতায় আয়োজন করতে পেরেছি। এখানে সর্বভারতীয় এই প্রতিযোগিতায় ২৭টি রাজ্য থেকে পুরুষ টিম এবং ২৫টি রাজ্য থেকে মহিলা টিম অংশগ্রহণ করেছিল। ওনাদের সঙ্গে ম্যানেজার, টিম কোচ সকলেই এসেছেন। এত বছর পর সর্বভারতীয় স্তরে এরকম একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা আমাদের কাছেও একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। আমরা ভালোভাবেই এর আয়োজন করতে পেরেছি। বিভিন্ন রাজ্য থেকে যারা এসেছেন তারা সকলেই এই আয়োজনে খুব খুশি। খুব ভালো অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতি সঞ্চয় করেই ওনারা ওনাদের রাজ্যে ফেরত যাচ্ছেন। এই আয়োজন খুবই সফল হয়েছে। আমাদের বাংলার টিম খুবই ভালো খেলেছে। এক মাস ধরে কোটি ক্যাম্প করে আমাদের বাংলার টিমও অনেক চেষ্টা করেছেন।

প্রশিক্ষণ নিয়ে অনুশীলন করে তারা নেমেছিলেন। যার সাথে বাংলা ছেলেছে এই স্পোর্টসে ভালো টিম। আমাদের টিমের সবাই খুব মোটিভেটেড আছেন। আগামী দিন টুর্নামেন্টে যাতে বাংলা টিম আরও ভালো খেলে আমরা তার চেষ্টা করব।

Name Change
I., Mohammad Zafuril Islam S/O- MD Zahurul Islam @ MD Zahurul Islam resident of Ichhapur Paschimpara, P.O.- Memari, P.S.-Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, have changed my name and shall henceforth be known as 'MD ZAFIRUL ISLAM' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 03/12/2024. That Mohammad Zafuril Islam and MD Zafuril Islam both are same and one identical person.

Name Change
I., Jane Alam Sk @ SK Jane Alam @ Sekh Jane Alam S/O- Idrish Seikh resident of Vill + P.O.- Balgona, P.S.- Bhatar, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713520, have changed my name and shall henceforth be known as 'ALAM SEIKH' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 03/12/2024. That Jane Alam Sk @ SK Jane Alam @ Sekh Jane Alam and Alam Seikh all are same and one identical person.

Name Change
I., NOUSAD ALI MOLLA (Old Name) S/O FAKIR MOLLA, Residing at Vill- Hansuri, P.O.-Hansuri, P.S.-Magrahat, South 24 Parganas, Pin-743609, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as NAO SAD ALI MOLLA (New Name) as declared before the Judicial Magistrate 2nd Court at Diamond Harbour vide affidavit Dated 03-12-2024, KASIMIRA BIBI (Old Name) and NAO SAD ALI MOLLA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I., KASMIRA BIBI (Old Name) W/O MD SALAUDDIN MOLLA, Residing at Vill- Dakshin Kashi, P.O.-Khanak Bazar, P.S.- Magrahat, South 24 Parganas, Pin-743355, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as KASHMIRA BIBI (New Name) as declared before the Judicial Magistrate 2nd Court at Diamond Harbour vide affidavit Dated 03-12-2024, KASIMIRA BIBI (Old Name) and KASHMIRA BIBI (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, HALIMALI HASANALI BANGALI SHEKH (Old Name) S/O HASAN SHEKH, Residing at Gopalpur Musalanpara, P.O.& P.S.- Santripur, Nadia, Pin-741404, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as HALIM SHEKH (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 05-12-2024, HALIMALI HASANALI BANGALI SHEKH (Old Name) and HALIM SHEKH (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I., HASANALI BANGALI IDRISHBHAI SHEKH (Old Name) S/O IDU SEKH, Residing at Gopalpur Musalanpara, P.O & P.S.-Santripur, Nadia, Pin-741404, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as HASAN SEKH (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 05-12-2024, HASANALI BANGALI IDRISHBHAI SHEKH (Old Name) and HASAN SEKH (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, AMINA BIBI (Old Name) W/O AKBAR ALI, Residing at Vill-Mallikpur, P.O.- Haroa, North 24 Parganas, Pin-743425, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as AMINA BIBI KHATUN (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 05-12-2024, AMINA BIBI (Old Name) and AMINA BIBI KHATUN (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Anjuwara Bibi W/o Nur Anar Molla Residing at Village - Umarhati, P.o - Kashinathpur, P.s - Rajarhat, District - 24 Pgs(N), Pin-700135 West Bengal India shall henceforth be known as Anjuara Bibi. I declare that Anjuwara Bibi and Anjuara Bibi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 05-12-2024.

Name Change
I, Sabira Bibi W/o Abdul Malek Molla Residing at Village - Umarhati, P.o - Kashinathpur, P.s - Rajarhat, District - 24 Pgs (N), Pin-700135 West Bengal India shall henceforth be known as Sabera Bibi. I declare that Sabira Bibi and Sabera Bibi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 05-12-2024.

Name Change
I, Basudev Biswanath Santra (old name) son of Late Biswanath Santra residing at Vill: Baksha Ranapara, P.O.- Baksha, Chanditala, Hooghly-712304, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Basudev Santra (new name) as declared before the Notary Public dated 05/12/2024. Basudev Biswanath Santra (old name) and Basudev Santra (new name) both are same and one identical person.

বড় শহর হামার

আরও কাছে

বিদ্রোহীরা

সিরিয়ায় ক্ষমতাসীন বাশার আলআসাদ সরকারের বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইরত বিদ্রোহীরা গতকাল মঙ্গলবার দেশটির আরেক বড় শহর হামার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে এই দাবি করা হয়েছে। একটি পর্যবেক্ষক গোষ্ঠীও এর প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে কাঁপিয়ে দিয়ে গত সপ্তাহে হঠাৎ আলেক্সো দখল করে নেয় সিরিয়ার বিদ্রোহীরা। বিদ্রোহী পক্ষ ও সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউমান রাইটস বলেছে, বিদ্রোহী যোদ্ধারা হামা নগরী থেকে কয়েক মাইল উত্তরেই কয়েকটি গ্রাম দখল করে নিয়েছেন। মার শাঙ্খ গ্রামও তাঁদের দখলে চলে গেছে। সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম এই এলাকায় নতুন করে সেনা পাঠানোর খবর দিয়েছে। হামায় বিদ্রোহীদের হামলা সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের ওপর সশস্ত্র আরও বাড়তে পারে। ২০১১ সালে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরুর পর থেকে হামা সরকারি বাহিনীর দখলে আছে। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগভি আরবী ভাষায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, দামেস্ক চাইলে তেহরান সিরিয়ায় সেনা পাঠানোর বিষয়টি বিবেচনা করবে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন সিরিয়ায় ‘সন্ত্রাসীদের আগ্রাসন’ বন্ধ করার কথা বলেছেন। ইরাকের প্রধানমন্ত্রী শিয়া আল-সুদানি বলেন, বাগদাদ সিরিয়ায় শুধু ‘একজন নীরব দর্শক’ হয়ে থাকবে না। তিনি বিদ্রোহীদের পুনর্জাগরণের জন্য সিরিয়া সরকারের ওপর ইসরায়েলি বাহিনীর হামলাকে দায়ী করেছেন। গত সপ্তাহে বিদ্রোহীরা সিরিয়ার বৃহৎ নগরী আলেক্সো দখল করে। গৃহযুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর কয়েক বছরের মধ্যে এটিই সিরিয়ায় বিদ্রোহীদের সবচেয়ে বড় হামলার ঘটনা। ২০১১ সালে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। কয়েক বছর রক্তক্ষয়ী লড়াই চলার পর মিত্রদেশ রাশিয়া, ইরান এবং ওই অঞ্চলের কয়েকটি শিয়ামিলিশিয়া দলের সহায়তায় প্রেসিডেন্ট আসাদ বিদ্রোহীদের হটিয়ে সিরিয়ার বেশির ভাগ এলাকার দখল আবার নিয়ন্ত্রণে হাতে নেন। তারপর ২০২০ সাল থেকে দেশটিতে যুদ্ধ বন্ধ ছিল। এখন রাশিয়া ইউক্রেনে যুদ্ধ করছে। অন্যদিকে তিন মাস ধরে যেকোনো ইসরায়েলের হামলায় বিজব্বালের নেতৃত্ব ধ্বংস হয়ে গেছে। ইরানের সমর্থনপুষ্ট এই সম্প্রদায় গোষ্ঠী সিরিয়ায় যুদ্ধ করেছিল। এবারও লড়াইয়ে আসাদ বাহিনীকে সমর্থন করতে ইরানের মদদপুষ্ট কয়েক শ ইরাকি মিলিশিয়া যোদ্ধা সিরিয়ায় প্রবেশ করেছেন। গত সোমবার তাঁরা সিরিয়া প্রবেশ করেন বলে ইরাকি ও সিরিয়ার কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে।

সারা দিনের কর্মব্যস্ততা শেষে ঘরে ফিরে অ্যাকুয়ারিয়ামে ছোট রঙিন মাছদের সাঁতার দেখলে মন ভালো হয়ে যায়। ছোট শিশুরাও মাছের এই ছোটছুটি দেখতে ভালোবাসে। অনেকেই তাই শখ করে অ্যাকুয়ারিয়ামে মাছ পালেন। পাথরকুচি, কৃত্রিম গাছ, লাইট ও শোপিস দিয়ে সাজান অ্যাকুয়ারিয়াম। অ্যাকুয়ারিয়ামে মাছকে সুস্থ রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত যত্ন, নিয়ম করে খাবার দেওয়া, নির্দিষ্ট সময় পরপর জল বদলে দেওয়া ইত্যাদি।

শীতে অ্যাকুয়ারিয়ামের মাছের চাই বাড়তি আরও কিছু যত্ন। অ্যাকুয়ারিয়ামের জলের একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ধরে রাখতে হবে। অ্যাকুয়ারিয়ামের জলের তাপমাত্রা ঠিক রাখতে হিটার ব্যবহার করুন। বাজারে নানা আকারের হিটার পাওয়া যায়। তবে হিটার কেনার সময় অ্যাকুয়ারিয়ামের জলের পরিমাণ বিবেচনায় রাখুন। অ্যাকুয়ারিয়ামের মাছ সাধারণত ঘরের একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় থাকতে অভ্যস্ত। তাই শীতকাল হোক কিংবা গ্রীষ্মকাল, কখনোই অ্যাকুয়ারিয়াম



বাইরের আবহাওয়ায় রাখবেন না। শীতকালে যদি অ্যাকুয়ারিয়ামের পাশে কোনো জানালা থেকে ঠান্ডা বাতাস আসে, তাহলে সেই জানালা বন্ধ করে রাখুন। কম তাপমাত্রা যেমন মাছের জন্য ভালো নয়, ঠিক তেমনি বেশি তাপমাত্রাও মাছের জন্য ক্ষতিকর। থার্মোমিটার ব্যবহার করে অ্যাকুয়ারিয়ামের জলের তাপমাত্রা ২৫ থেকে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার চেষ্টা করুন।

হঠাৎ করে অ্যাকুয়ারিয়ামের জলে পরিবর্তন করা হলে মাছের খাপ খাওয়াতে অসুবিধা হতে পারে। তাই অ্যাকুয়ারিয়ামের সম্পূর্ণ জল

একসঙ্গে পরিবর্তন না করে কয়েক দিন ধরে অল্প অল্প করে পরিবর্তন করুন।

শীতে হঠাৎ তাপমাত্রা পরিবর্তনের জন্য মাছের দেহে ছত্রাকজনিত রোগ হতে পারে। রোগ থেকে বাঁচতে অ্যাকুয়ারিয়ামের মাছের প্রয়োজন পুষ্তিকর খাবার।

মাছের ভিটামিনের ঘাটতি পূরণ করতে হিমায়িত খাবার খাওয়াতে পারেন। তবে অতিরিক্ত খাবার মাছের বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই অ্যাকুয়ারিয়ামের মাছকে দিনে একবার খেতে দিন।



ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কের মসৃণ ও সুরক্ষিত পরিচালন নিশ্চিত করেছে আইটিএমএস। এই আইটিএমএস সিস্টেমে রয়েছে ট্রাক অ্যালাইনমেন্ট ও জিওমেট্রি পরিমাপ করতে কনটাক্টলেস লেজার সেন্সর, ট্র্যাকের অবস্থা নিরীক্ষণ করতে এবং ক্রাফ্ট শনাক্ত করার জন্য হাই-স্পিড ক্যামেরা, ট্রাক সারফেসের ৬ডি ম্যাপিং করার জন্য লেজার, ট্র্যাকের অবস্থা ডেহিক্যাল (আরসিআরআইভি) পরিদর্শন করে। ছেছেন ৭৫০ মি.মি. ডায়ামিটারের ২টি আয়রন হুইল এবং সামনে ২৫০ মি.মি. ডায়ামিটারের ২টি আয়রন হুইলের সাথে টাটা যোথ রোড ডেহিক্যাল মডেল থেকে পরিবর্তিত করা হয়েছে। এটি তিরিভক্তভাবে, এটিতে ৩টি ক্যামেরা রয়েছে যা ট্রাক রেকর্ড করবে। যার রেকর্ডিং ব্যাকআপ প্রায় ১৫দিনের। ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ সালে সফলভাবে আইটিএমএস প্রবর্তন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে তিনটি

সিস্টেমটি ট্রাকের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান করে, যা টিএমএস পোর্টালের মাধ্যমে রেলওয়ে আধিকারিকরা উপলব্ধ করতে পারবেন। পাশাপাশি রেলমন্ত্রী নিউ পিল্লি স্টেশনে রোড কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ট্রাক মনিটর করবে। আইটিএমএস সিস্টেমগুলি সরবরাহকারী ফার্মের দ্বারা সাত বছর সময়ের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করা হয়, যা দীর্ঘমেয়াদি নির্ভরযোগ্যতা ও ক্রমাগত প্রযুক্তিগত আপডেট নিশ্চিত করে। স্মার্ট, সুরক্ষিত ও অধিক দক্ষ রেলওয়ে পরিচালনার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংগতিপূর্ণভাবে তৈরি করা আইটিএমএস ট্রাকম্যানদের পাশাপাশি দেশের রেলওয়ে সিস্টেমের উপর নির্ভরশীল সমস্ত যাত্রীকেই উপকৃত করবে।

চেন্নাইয়িন ম্যাচের আগে যথেষ্ট চাপে ইস্টবেঙ্গল!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বরঃ এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের শুরু থেকেই ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে ইমামি ইস্টবেঙ্গল। প্রথম ম্যাচে ভূটানের পারো এফসির বিপক্ষে আটকে যেতে হলেও দ্বিতীয় ম্যাচ থেকেই ঘুরে দাঁড়তে শুরু করে কলকাতা ময়দানের এই প্রধান। বসুন্ধরা কিংস থেকে শুরু করে লেবাননের নাজমেহ এফসির মতো শক্তিশালী দলকে পরাজিত করে এএফসির কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে আসে লাল-হলুদ ব্রিগেড। আগামী মার্চ মাসে টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে ইস্টবেঙ্গল। যেদিকে নজর রয়েছে দেশের আপামর ফুটবলপ্রেমী মানুষদের। তবে এএফসি নয়। দলের নব নিযুক্ত



ক্রুডিয়াস সরণির এই ফুটবল ক্লাব। সেই ছন্দ বজায় রাখাই এখন অন্যতম লক্ষ্য এই ফুটবল ক্লাবের। আগামী ৭ই ডিসেম্বর ইন্দোরে শক্তিশালী চেন্নাইয়িন এফসির মুখোমুখি হবে লাল-হলুদ শিবির। আসন্ন এই ফুটবল ম্যাচে ও জয় পেতে মরিয়া গতবারের সুপার কাপ জয়ী ফুটবল দল। তবে এক্ষেত্রে সকলকে চিন্তা। রাখছে দলের ফুটবলারদের কার্ড সমস্যা। বলাবাহুল্য, গত নর্থইস্ট ম্যাচে লাল কার্ড দেখার ফলে এবার খেলতে পারবেন না ভারতীয় ডিফেন্ডার লালচুংনুঙ্গ। তাঁর অনুপস্থিতিতে যথেষ্ট চিন্তায় রাখবে অস্ত্রার ব্রজনকে। এছাড়াও হলুদ কার্ডের কবলে রয়েছেন দলের আরও চার ফুটবলার। থাকে মধ্য

রয়েছেন ডিফেন্ডার হিজাজি মাহের থেকে শুরু করে হেক্টর ইউস্টে মিডফিল্ডার সাউল ফ্রেসপো এবং ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ফ্রেন্টন সিলভা। হিসাব অনুযায়ী প্রত্যেকেই দেখেছেন প্রায় তিনটি করে হলুদ কার্ড। এই পরিস্থিতি দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাবের বিপক্ষে খেলতে গিয়ে ফের কার্ড দেখলে আসন্ন ওডিশা ম্যাচে আর মার্চে নামা হবে না এই ফুটবলারদের। এমন পরিস্থিতিতে কিছুটা হলেও চাপে থাকছে লাল-হলুদ শিবির।

৬ হাজার কোটির বিরাট ক্ষতি! ভারতের দিকেই ঢলে আইসিসি

দুবাই, ৫ ডিসেম্বরঃ ক্ষতির হিসেব করতে বসে মাথায় হাত। যদি এদিক-ওদিক কিছু হয়, সম্প্রচারের সম্ভ্রতাহার করে নিতে পারে টিভি চ্যানেল। আর তা হলে আইসিসিকে কার্যত পথে বসতে হবে। বিভিন্ন টুর্নামেন্ট থেকেই যত আয় আইসিসির। কোনও বড় দল যদি বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো টুর্নামেন্ট না খেলে, তা হলে ক্ষতির বোঝা বইতে হবে আইসিসিকে। ঠিক এই যুক্তিতেই পাকিস্তান হালে পানি পাচ্ছে না। ঠিক এই কারণেই বিশ্ব নিয়ামক সংস্থায় জমাই আদর বিসিসিঅহিয়ের। আগামী বছরে মেন্ডাররি মাসে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন করবে পাকিস্তান। ভারত তাতে খেলতে যাচ্ছে না। রোহিত-বিরাটদের জন্য দুবাইয়ে হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির যাবতীয় ম্যাচ। অর্থাৎ পাকিস্তানকে দুবাই অবধি আসতে হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচ খেলতে। এতেই যত উন্মাদা ওয়াধারি ওপারো। পিসিবি স্টেজ করেছে ফিল্ম দিগে আইসিসিকে বশে আনার। হিতে বিপরীত হয়েছে। কারণ, ভারত যদি না খেলে তা হলে আইসিসির রাজস্বারই বন্ধ হয়ে যাবে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মূল্য নির্ধারণ করলে যা দাঁড়ায়, ৬৩৫৪ কোটি। ভারত নাম প্রত্যাহার করে নিলে প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হবে আইসিসির। আর যদি পাকিস্তান না খেলে? তা হলে ৬৩৫ কোটির মতো ক্ষতি। আইসিসি ভারতের পক্ষে কেন দাঁড়াচ্ছে, এই হিসেব থেকেই স্পষ্ট।

অনুশীলনে ফিরলেন দীপক টম অলড্রেডকে নিয়ে ধোঁয়াশা



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বরঃ বর্তমানে আইএসএলে ব্যাপক ছন্দে ধরা দিয়েছে মোহনবাগান সুপার জয়ান্ট। টানা পাঁচটি ম্যাচ অপারাজিত রয়েছে ময়াদনের এই প্রধান। কিছুদিন আগেই তাঁরা পরাজিত করেছে ওয়েন কোয়েলের চেন্নাইয়িন এফসিকে। অজি তারকা জেসন কামিলের করা একমাত্র গোলেই তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করেছে বাগান ব্রিগেড। সেই সুবাদে বেসদ্যলুক এফসিকে পিছনে ফেলে অনার্সাসেই ইন্ডিয়ান সুপার লিগের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে মোহনবাগান। যা কিছুটা হলেও খুশি করেছে বাগান সমর্থকদের। তারপর কয়েকদিনের ছুটি কাটিয়ে গত মঙ্গলবার থেকেই অনুশীলন শুরু করেছে ফুটবলাররা। যেখানে প্রথম থেকেই যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী থাকতে দেখা গিয়েছিল অধিকাংশ ফুটবলারদের। দিন দুয়েকের অপেক্ষা। তারপরই অ্যাওয়ার্ড ম্যাচ খেলতে নামবে মেরিনার্স। জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে তাঁদের লড়াই করতে হবে শক্তিশালী নর্থইস্ট

ইউনাইটেডের বিপক্ষে। সেইমতো নিজেদের প্রস্তুত করছেন বাগান কোচ জেসে মোলিনা। গত ম্যাচে চেন্নাইয়িন এফসির বিপক্ষে জয় আসার সুবাদে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী থাকতে দেখা গিয়েছিল দলের ফুটবলারদের। তবে প্রথমদিনের অনুশীলনে অনুপস্থিত ছিলেন দেশের তারকা মিডফিল্ডার দীপক টাংরি। যা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল সমর্থকদের মধ্যে। তবে সমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে বুধবার থেকেই দলের অনুশীলনে যোগ দিতে দেখা যায় এই দাপুটে ফুটবলারকে। এরপর গোটা দলের সঙ্গে স্বমহিমায় অনুশীলন করতে দেখা যায় জাতীয় দলের এই ডরসায়োগা ফুটবলারকে। আসন্ন আইএসএল ম্যাচের জন্য মোলিনা যে তাঁকে তৈরি রাখতে চাইছেন সেটা এক কথাই বলাই চলে। কিন্তু এবার দলের আরেক বিদেশি ডিফেন্ডার টম অলড্রেডকে নিয়ে উঠতে শুরু করেছে একাধিক প্রশ্ন। আসলে গত বুধবার অনুশীলনের মাঝ পথেই উঠে যেতে দেখা যায় এই বিদেশি ডিফেন্ডারকে। পরবর্তীতে নিজের জার্সি বদল করে মাতের সাইড লাইনেই বসল ক্যাটন টম। সেখান থেকেই দলের বাকি ফুটবলারদের অনুশীলনের দিকে নজর রাখেন এই তারকা। তাহলে কি এবার চোটের কবলে পড়লেন এই বিদেশি ফুটবলার। সেটা এখনও স্পষ্ট হয়নি। কিন্তু সেটা সত্যি হলে দলের রক্ষণভাগ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তায় থাকবেন বাগান কোচ।

চার উইকেটে ৮৯ রান, তারপর ১০০ রানে অলআউট! প্রথম ম্যাচেই হার হরমনপ্রীতদের

ত্রিসবেন, ৫ ডিসেম্বরঃ ২০১৭ সালের মহিলাদের ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনাল। মাত্র ৬৮ রানের মধ্যেই ৬ উইকেট হারিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। বিশ্বকাপ খেতাব অল্পের জন্য হাতছাড়া হয়েছিল। ২০২০ টি-২০ বিশ্বকাপ ফাইনালেও মোটামুটি একই ছবি দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। তিন বছর পর টি-২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেও সেই একই গল্পের পুনরাবৃত্তি দেখা গিয়েছে। ২৯ রানে ৬ উইকেট হারিয়েছিল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। হাতছাড়া হয়েছিল ফাইনালের টিকিট। কমনওয়েলথ গেমসে সোনার পদকও এভাবেই অল্পের জন্য হাতছাড়া হয়েছিল। বছরের পর বছর ধরে একই ভুল আওড়ে যাচ্ছেন স্মৃতি-হরমনপ্রীতরা। বড় ম্যাচে একের পর এক হারের কারণে একাধিক ঐতিহাসিক মুহূর্ত হাতছাড়া হয়েছে। কিন্তু, ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল শিক্ষা গ্রহণ করেনি। প্রত্যেকটা বড় ম্যাচেই টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং অর্ডার কার্যত তাদের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। ম্যাচে স্কোরদিকে পরিস্থিতি ভাল থাকলেও, আমেরিকা হরমনপ্রীতরা বিপক্ষের সামনে নতি স্বীকার করে। বৃহস্পতিবার (৫ ডিসেম্বর) অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচে তেমনই দৃশ্য দেখতে পাওয়া গেল। একটা সময় ৮৯ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট দল যথেষ্ট চিন্তাকাজয়গায় ছিল। কিন্তু, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই গোটা দল ১০০ রানের মধ্যে অলআউট হয়ে যায়। মাত্র ১১ রানের মধ্যে ভারতের ৬ ব্যাটার প্যাডলিয়নে ফিরে যান। টিম ইন্ডিয়ার এমন নতিস্বীকার সমর্থকদের কাছে অবশ্য নতুন কোনও বিষয় নয়। এই একই ভুল আর কতবার আওড়ানেন হরমনপ্রীতরা? কেন এই ভুলের কারণে বারবার মুখ খুবড়ে পড়ছে টিম ইন্ডিয়া? ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ানডে ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং ডিপার্টমেন্ট একেবারে জঘন্য পারফরম্যান্স করল। স্মৃতি মাক্কানা ১০ বলে ৮ রান করে প্যাডলিয়নে ফিরে যান। অধিনায়ক হরমনপ্রীত কোঁরও ব্যাট হাতে একেবারে নজর কাড়তে পারলেন না। ১৭ রান করে তিনিও আউট হয়ে যান। শুক্কা ভাল করলেও জেমিমা রডরিগস ২৩ রান করে প্যাডলিয়নে ফিরলেন। দীপ্তি শর্মা এবং রিচা যোয়ের থেকে যথেষ্ট প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু, সেই প্রত্যাশা তিনি পূরণ করতে পারেননি। জয়ের জন্য ১০১ রানের টার্গেট ছিল অস্ট্রেলিয়ার সামনে। ৬৬ ওভারে মাত্র ৫ উইকেট হারিয়ে তারা কাঙ্ক্ষিত টার্গেট হাসিল করে নেয়।

‘রাহুলই ওপেন করবে, আমি মিডল অর্ডারে নামব’

অ্যাডিলেড, ৫ ডিসেম্বরঃ অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্টে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ওপেন করতে নামবেন কেএল রাহুলই। ম্যাচের এক দিন আগে এ কথা বললেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তাঁর মতে, যে কৌশলে সাফল্য এসেছে তা অহেতুক বদলে দেওয়ার কোনও মানে নেই। তিনি নিজে যে মিডল অর্ডারে নামবেন সেটাও জানিয়েছেন রোহিত। ভারতের অধিনায়ক বলেছেন, “বাড়িতে বসে ছেলেকে কোলে নিয়ে কেএলের ব্যাটিং দেখছিলাম। অসাধারণ খেলেছে ও। তাই এই মুহূর্তে ওর ব্যাটিং পজিশন বদলানোর কোনও দরকার নেই। কেএলই ওপেন করার যোগ্য ক্রিকেটার।” এখানেই না থেমে রোহিত আরও বলেছেন, “কেএলের ওপেন করা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। যশস্বী এবং ওর ওপেনিং জুটিই প্রথম টেস্টে আমাদের জিততে সাহায্য করেছে। যে ভাবে বিদেশের মাটিতে ও ব্যাট করে তা প্রশংসনীয়। আমি মাঝের দিকে কোথাও একটা নামব। এই সিদ্ধান্ত নিতে খুব একটা সমস্যাই হয়নি। ব্যক্তিগত ভাবে আমার পক্ষে নীচের দিকে খেলা কঠিন। তবে দলের বিচারে এই সিদ্ধান্ত খুবই সহজ ছিল।” অ্যাডিলেড টেস্টের প্রথম একাদশ ঘোষণা করেননি রোহিত। তবে বা বলেছেন তাতে বোঝা গিয়েছে, অ্যাডিলেডেও প্রথম

একাদশে জয়গা হচ্ছে না রবিচন্দ্রন অশ্বিন বা রবীন্দ্র জাডেজার। রোহিতের কথায়, “প্রথম টেস্টে আমি ছিলাম না। তাই নিজে গিয়ে অশ্বিন বা জাডেজাকে দলে না রাখার কথা বলতে পারিনি। দল পরিচালন সমিতি যেটা ভাল বুঝেছে সেটাই করেছে। পিচ অনুযায়ীই দল সাজাতে হয়। আমি নিশ্চিত সিরিজে

অলরাউন্ডার। ওর মতো ক্রিকেটার থাকলে দল আত্মবিশ্বাসী হয়।” রোহিত বলেছেন, “দল হিসাবে আমরা শুধু বর্তমানের কথাই ভাবি। জানি গোলাপি বলে অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ড ভাল। তবে রেকর্ড তো তৈরিই হয় ডাঙর জন্য। সিরিজের শুক্কা দারুণ করেছে আমরা। সেটাকে মাথায় রেখেই এগিয়ে যেতে

প্রচুর খেলোঁই। গোলাপি বল একটু আলাদা। তবে গত তিন দিন ধরে গোলাপি বলে অনুশীলন করার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, যত বেশি এই বলে খেলব তত বেশি মনিয়িং নেওয়ার সুযোগ পাব।” রোহিতের সংযোজন, “গোলাপি বলে চ্যালেঞ্জ তো থাকবেই। আলোর নীচে খেলতে সমস্যা হতে পারে। আমরা এটা নিয়ে কথাও বলেছি। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষমতা রয়েছে আমাদের। যে সিদ্ধান্তই নিই না কেন, সেটা ঠিক প্রমাণিত করতে হবে। গোলাপি বলে অনেক ম্যাচ দেখছি। আমরা জানি পরিস্থিতি কেমন থাকবে। ম্যাচের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি বদলাবে জানি। সেটার জন্যও আমরা তৈরি।” এ দিকে, প্রথম টেস্টে যে ভাবে যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পণ্ড খেলছেন, তা বাড়িতে বসে দেখে খুশি হয়েছেন রোহিত। দলের তরুণ ক্রিকেটারদের নিয়ে তিনি বলেছেন, “ওরা আজকালকার ছেলেমেয়ে। ভয়ডরহীন মানসিকতা নিয়ে খেলে। কোনও বোঝা কাঁধে রাখে না। জয়সওয়াল, গিল, পণ্ড- ওরা অন্য প্রজন্মের ক্রিকেটার। আমরা খেলা গোলাপি বলে খুব যে সমস্যা হবে এমনটা মানছেন না রোহিত। তবে আলোর নীচে সতর্ক থাকার কথা বলেছেন তিনি। ভারত অধিনায়কের কথায়, “বলের গতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটাই আসল। আমরা লাল বলে



আগুনে ফর্মে সামি, মুস্তাক আলির নকআউটে বাংলা

রাজকোট, ৫ ডিসেম্বরঃ চোট সারিয়ে খেলতে নেমে ধীরে ধীরে ফর্মে ফিরছেন মহম্মদ সামি। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে টানা সাতটি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। শেষ তিনটি ম্যাচে সামির বোলিং নজর কেড়েছে। গ্রুপের শেষ ম্যাচে রাজস্থানের বিরুদ্ধে ৩ উইকেট নিয়েছেন তিনি। গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে রাজস্থানকে ৭ উইকেটে হারিয়ে গ্রুপ এ-র শীর্ষে উঠেছে বাংলা। নকআউটে নিজেদের জয়গা পাকা করেছে তারা। আজ রাজস্থানের বিরুদ্ধে চার ওভারে ২৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন সামি। এই ম্যাচের আগে বাংলা ও রাজস্থান দু’দলই ২০ পয়েন্টে ছিল। ফলে দু’দলের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ছিল। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৬ রান করে রাজস্থান। কার্তিক ৪৬ ও অধিনায়ক মহীপাল লোমরোর ৪৫ রান করেন। বাকিরা কেউ রান পাননি।



সামি বাদে শাহবাজ আহমেদ ও সায়ন ঘোষ ২টি করে উইকেট নেন। ১টি উইকেট পেয়েছেন ঋষিক চট্টোপাধ্যায়। রান তাড়া করতে নেমে আবার বড় ইনিংস খেললেন অভিষেক পোডেল। ৪৮ বলে ৭৮ রান করেন অভিষেক। অধিনায়ক সুদীপ ঘরানি করেন ৫০ রান। তাদের ব্যাটে ৯ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে যায় বাংলা। এখন সাত ম্যাচে বাংলার পয়েন্ট ২৪। তাদের নেট রানরেট ১.৬০৭। দ্বিতীয় স্থানে থাকা রাজস্থানের পয়েন্ট সাত ম্যাচে ২০। একই পয়েন্ট মধ্যপ্রদেশেরও। তারা শেষ ম্যাচে খেলবে বিহারের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচ জিতলে মধ্যপ্রদেশেরও সাত ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট হবে। তাদের নেট রানরেট ১.৫৮৫। অর্থাৎ, বিহারকে হারাতো পারলে পয়েন্ট তালিকায় বাংলাকে টপকে শীর্ষে যাওয়ার সুযোগ থাকবে বেক্টমেন্ট আয়ারদের।

এমবাপের আবারও পেনাল্টি মিস, বিলবাওয়ের মাঠে হারল রিয়াল

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে গোল হজমের পর বিবর্ণতা ঝেড়ে ফেলার আভাস দিল রিয়াল মাদ্রিদ। অল্প সময়ে দারুণ দুটি সুযোগ পেয়েও গেল তারা কিন্তু ফের ব্যর্থতার জালে আটকা পড়লেন কিলিয়ান এমবাপে, মিস করলেন পেনাল্টি শটও। খানিক পর তারা গোলটি শোধ করলেও, উজ্জীবিত পারফরম্যান্সে তাদেরকে হারিয়েই দিল আথলেতিক বিলবাও।

বিলবাও, ৫ ডিসেম্বরঃ সান মামেসে বুধবার রাত্রে লা লিগার ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতছে আয়েসিয়ারে। তিনটি গোলই হয় দ্বিতীয়ার্ধে। আলেক্স বেরেনগার গোলে রিয়াল পিছিয়ে পড়ার পর সমতা টানেন জুড বেলিংশ্যাম। শেষ দিকে তাদের আশা গুণ্ডিয়ে দেন গোর্কা গুরুজোটা। ২০১৫ সালের মার্চের পর এই প্রথম লিগে রিয়ালের বিপক্ষে জয়ের স্বাদ পেল বিলবাও। লিগে গত ২৬ অক্টোবর রিপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার বিপক্ষে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত হওয়ার পর টানা তিন রাউন্ডে জিতেছিল রিয়াল। এই তিন ম্যাচে জালও অক্ষত রাখে তারা। সেই ছন্দ এবার আর ধরে রাখতে পারল না কার্লো আনলেভিভের দল। এই হারের ফলে বার্সেলোনার সঙ্গে ব্যবধান কমানোর সুযোগ হারাল রিয়াল। ১৫ ম্যাচে ১০ জয় ও তিন ড্রয়ে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রিয়াল। এক ম্যাচ বেশি খেলে তাদের চেয়ে ৪ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। লিগে টানা তৃতীয় জয়ের পর বার্সেলোনার সমান ১৬ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে বিলবাও। তাদের চেয়ে ৬ পয়েন্ট বেশি নিয়ে তৃতীয় স্থানে ১৫ ম্যাচ খেলা আতলেতিকো মাদ্রিদ। ম্যাচের চতুর্থ মিনিটেই প্রতিপক্ষের বক্সে ফাঁকায় বল পেয়ে জালে পাঠান এমবাপো। সঙ্গে সঙ্গে অফসাইডের পতাকা তোলেন



না। প্রথমার্ধে প্রতিপক্ষের রক্ষণে কয়েক দফায় একটু ভীতি ছড়ালেও, একটি শটও লক্ষ্যে রাখতে পারেনি তারা। গোলের জন্য শট নেওয়ার হিসেবে সামান্য এগিয়ে ছিল বিলবাও। ৩১তম মিনিটে পরিষ্কার একটা সুযোগও পায় তারা তবে বক্সে ইনাকি উইলিয়ামসের ব্যাকপাস ফাঁকায় পেয়ে উড়িয়ে মেরে হতভাশ করেন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড বেরেনগার। বিরাতির পরও

একইভাবে এগোতে থাকে খেলা। ৫৪তম মিনিটে কিছুটা সৌভাগ্যের ছোঁয়ায় গোলও পেয়ে যায় বিলবাও। বর্ষা দিক থেকে আকৌট দারুণ ক্রস বাউন্স নিকো উইলিয়ামস, সবাইকে ফাঁকি দিয়ে বল লক্ষ্যেই ছিল। শেষমুহূর্তে ঝাঁপিয়ে কোনোমতে আটকান থিরো কোতোয়া। কিন্তু

গোল শোধের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও হতভাশ করেন এমবাপো। বক্সে অস্টোনিন ও কুভিগার ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় রিয়াল ফরাসি ফরোয়ার্ডের দুর্বল শট ঝাঁপিয়ে রুখে দেন গোলরক্ষক ইউলেন আহিরেসাসাবা। রিয়ালের জার্সিতে নিজেদের খুঁজে ফেরা এবং সাম্প্রতিক সময়ের ম্যাচগুলোয় অসংখ্য সুযোগ নষ্ট করা এমবাপে গত সপ্তাহে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লিভারপুলের বিপক্ষেও একটি পেনাল্টি মিস করেছিলেন। সেই ম্যাচে ২-০ গোলে হেরেছিল মাদ্রিদের দলটি। তবে হতাশায় ভেঙে পড়েনি রিয়াল। করতে থাকে একের পর এক আক্রমণ। অবশেষে ৭৮তম মিনিটে কাঙ্ক্ষিত গোল পায় দলটি। এমবাপের দূর থেকে নেওয়া শট গোলরক্ষক ঝাঁপিয়ে ফেরানোর পর কিরতি বল ফাঁকায় পেয়ে শটে জালে পাঠান বেলিংশ্যাম। তাদের সেই স্বস্তি অবশ্য দুই মিনিটও স্থায়ী হয়নি। বক্সের বাইরে ফেদে ভালভের্ণের ভুলে বল পেয়ে ভেতরে ঢুকে জোরাল শটে কোতোয়াকে পরাস্ত করেন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড গুরুজোটা। এমন অবস্থা থেকে পূর্বে অনেকবার ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প লিখেছে রিয়াল কিন্তু এদিন তেমন কিছু করার ন্যূনতম সম্ভাবনাও তৈরি করতে পারেনি তারা। আসরে দ্বিতীয় পরাজয়ের হতাশা নিয়ে ফেরে শিরোপাধারীরা।